রেজিষ্ট্রার নং৭৭ Rigistered No.77. রেজিষ্টার নং৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৲, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৪৲, ডাকমাশুল ৸৹, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৶৹ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹টাকা প্রতি খণ্ড ।৵। বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৶৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵৹আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।৹ আনা।

১০ম ভাগ { কলিকাতাঃ—৩রা চৈত্র —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল। ইং ১৫ই মার্চ্চ ১৮৭৭ খৃঃ অব্দ } ৫সংখ্যা।

——ooo——

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গলা দেশের অন্তঃপাতী ফোর্ট উইলিয়ম স্থিত হাইকোর্ট অব জুডিকেচার নামক প্রধান আদালতের অর্ডিনারি অরিজিনাল সিবিল জুরিসডিকসন বিভাগের রেজিষ্টার কর্তৃক তাঁহার কোর্ট হাউসের সেল রুমে অর্থাৎ নীলাম ঘরে আগামী মার্চ্চ মাসের ১৭ই তারিখ শনিবার অপরাহ্ন এক ঘণ্টার সময় উক্ত আদালতের আদেশ অনুসারে যে আদেশ ১৮৭০ অব্দের ৪৫৪ নম্বরীয় মকদ্দমায় (যাহাতে মৃত বিশ্বনাথ চন্দ্রের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারী এবং আইনানুযায়ী পারসনাল প্রতিনিধিগণ হেম চন্দ্র চন্দ্র ও শ্রীমতী রাইমণি দাসী বাদী ও বাদিনী, এবং প্রাণকৃষ্ণ চন্দ্র এবং শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দাসী এবং শ্রীমতী কোমল কামিনীদাসী প্রতিবাদী ও প্রতিবাদিনীগণ) এবং যে আদেশ ১৮৭০অব্দের ৫৯২ নম্বরীয় মকদ্দমায়ও (যাহাতে প্রাণকৃষ্ণ চন্দ্র বাদী, এবং উক্ত হেমচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দাসী, এবং শ্রীমতী রাইমণি দাসী, এবং শ্রীমতী কোমলমণি দাসী প্রতিবাদী ও প্রতিবাদিনীগণ) ১৮৬৬ অব্দের জুলাই মাসের ২৭শে সাতাসে তারিখে প্রদত্ত হয়, উক্ত আদেশানুসারে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রয় হইবে, যথাঃ—

নম্বর ১।——বাবুর বাগান নামক যে নিষ্কর বাগান জমী সমেত পুষ্করিণী ও গাছ গাছড়া সকল আছে তাহার এক অর্দ্ধাংশ কিম্বা অর্দ্ধেক বিভাগ কিম্বা অর্দ্ধেক হিস্যা। উক্ত বাগান জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি বালিয়া পরগণার অন্তঃর্গত মৌজা চণ্ডীপুরের এলাকাধীন। ষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহাতে সাত বিঘা জমী আছে, তবে ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী হইলেও পারে, কিছু কম হইলেও পারে। উহার চতুর্দ্দিকের সীমানা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে, অর্থাৎ উহার উত্তর ও পূর্ব্বে অম্বিকা চরণ রায়ের বাগান, দক্ষিণে মধুসূদন মান্নার বসত বাটি, পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র পথ।

নম্বর ২——। এবং এতদ্ভিন্ন চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মৌজা দুর্গাপুরের এলাকাধীন যে বাগান সমেত পুষ্করণী ও গাছগাছালী আছে এসমুদয়ের এক অর্দ্ধেকাংশ কিম্বা অর্দ্ধেক বিভাগ কিম্বা অর্দ্ধেক হিস্যা। ষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উক্ত বাগানে ছয় বিঘা জমী আছে, তবে ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী হইলেও পারে, কিছু কম হইলেও পারে। উহার চতুর্দ্দিকের সীমানা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে, অর্থাৎ উহার উত্তরের দিকে আসুতোষ ধরের বাগান আছে, দক্ষিণের দিকে চান্দ মিস্ত্রীর জমি ও ঘর বাড়ী আছে, পূর্ব্ব দিকে মৃত গোকুল চন্দ্র ঘোষালের জমিদারী ভুক্ত ধানের জমী আছে, এবং পশ্চিমের দকে ডায়ামণ্ড হারবর রোড নামক সরকারী রাস্তা আছে।

নং৩—এবং এতদ্ভিন্ন জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি মাগুরা পরগণার অন্তর্গত চিতা নামক স্থানে যে কর সংযুক্ত বাগান সমেত পুষ্করণী ও গাছ গাছালী আছে তাহার এক অর্দ্ধাংশ কিম্বা অর্দ্ধেক বিভাগ কম্বা অর্দ্ধেক হিস্যা। ষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে উক্ত বাগানে চার বিঘা জমী আছে, তবে ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও পারে কিছু কম হইলেও পারে, এবং উহার চতুর্দ্দিকের সীমানা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে, অর্থাৎ উহার উত্তরের দিকে গোপী নাথ দের বাগান আছে, উহার দক্ষিণের দিকে ত্রৈলোক্যনাথঘোষের বাগান আছে, উহার পূর্ব্ব দিকে কার্ত্তিকঘোষের বাগান আছে, এবং পশ্চিম দিকে মহেশ চন্দ্র দত্তের বাগান আছে।

নং৪।—এবং এতদ্ভিন্ন জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণা বালিয়ার অন্তর্গত বেহালা নামক স্থানে যে চারিটী পাকা ইষ্টক নির্ম্মিত গুদম ঘর আছে (যাহা পরিবার দিগের বসত বাটির লাগাও) সমেত করযুক্ত জমি সকল যাহার উপর উক্ত গৃহ সকল নির্ম্মিত, এই সমুদয়ের এক অর্দ্ধাংশ কিম্বা অর্দ্ধেক বিভাগ কিম্বা অর্দ্ধেক হিস্যা। উক্ত জমি সকল ষ্টিমেট অনুসারে পাঁচ কাটা হইবে, তবে ইহার অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও পারে, কিছু কম হইলেও পারে এবং উহার চতুর্দ্দিকের সীমানা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে, অর্থাৎ উহার উত্তরে এক খণ্ড খোলা জমী আছে যাহা উক্ত প্রাণ কৃষ্ণ চন্দ্র এবং হেম চন্দ্র চন্দ্রের এজমালী ষ্টেটের এলেকাধীন, উহার দক্ষিণে তারাচাঁদ চন্দ্রের পুকুর আছে, উহার পূর্ব্বে উক্ত প্রাণ কৃষ্ণ চন্দ্র এবং হেম চন্দ্র চন্দ্রের এজমালী ষ্টেটের এলেকাধীন পুকুর আছে, এবং উহার পশ্চিমে ডায়ামণ্ড হারবার রোড নামক সরকারী রাস্তা আছে।

নং৫।——এবং এতদ্ভিন্নজেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণা বালিয়া পরগণার অন্তর্গত বেহালা বাজার নামক স্থানে যে তিনটী পাকা ইষ্টক নির্ম্মিত গুদম আছে সমেত করযুক্ত মৌরসি জমি যাহার উপর উক্ত গৃহ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে এই সমুদয়ের এক অর্দ্ধাংশ কিম্বা অর্দ্ধেক বিভাগ কিম্বা অর্দ্ধেক হিস্যা। ষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত জমি পাঁচ কাটা। তবে ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও পারে কিছু কম হইলেও পারে। এবং উহার চতুর্দ্দিকের সীমানা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে; অর্থাৎ উহার উত্তরে নীল কোমল হালদারের জমি, দক্ষিণে মৃত পীতাম্বর হালদারের প্রজা সমেত জমী, পূর্ব্ব দিকে অম্বিকা চরণ রায়ের জমী, এবং পশ্চিমে ডায়মণ্ড হারবারনামক সরকারী রাস্তা।

নং ৬।—এং এতদ্ভিন্ন রুক্মিণীডাঙ্গা নাবক যে কর যুক্ত বাগান সমেত পুকুর এবং বাঁশ গাছ আছে তাহার এক অর্দ্ধাংশ কিম্বা অর্দ্ধেক বিভাগ কিম্বা অর্দ্ধেক হিস্যা। উক্ত বাগান জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তপাতি বালিয়া পরগণার অন্তঃর্গত জুঘুনা পাড়ুই নামক স্থানে স্থিত। ষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে উহাতে চারি বিঘা জমী আছে। তবে কিছু বেশী হইলেও পারে কম হইলে পারে। উহার চতুর্দ্দিকের সীমানা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে অর্থাৎ উত্তর দিকে কতক অংশে একটা সরকারী পথ এবং কতক অংশে রাম চাঁদ দত্তের জমী আছে, দক্ষিণের দিকে গোপাল কর্ম্মকারের বসত বাটি, পূর্ব্ব দিকে ডায়মণ্ড-হারবার রোড নামক সরকারী রাস্তা, এবং পশ্চিমের দিকে স্বরূপ চাঁদ কর্ম্মকারের বসত বাটি।

নং৭।—এবং এতদ্ভিন্ন জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি বালিয়া পরগণার অন্তর্গত চণ্ডিপুর নামক স্থানে যে পুকুর আছে এবং ঐ পুকুরের ধারের চতুপার্শস্থ জমি এবং তাহার উপর যে সকল গাছ গাছালি আছে তাহার এক চতুর্থাংশ কিম্বা হিস্যা ষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত জমী ১০ কাটা হইবে। কিছু বেশী হইলেও পারে কিছু কম হইলেও পারে। উহার চতুর্দ্দিকের সীমানা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে—অর্থাৎ উহার উত্তর দিকে পাকা রাস্তা আছে যাহা এজমালি বসত বাটী মুখ চলিয়া গিয়াছে দক্ষিণের দিকে শ্যান চন্দ্র চন্দ্রের বাগান আছে পূর্ব্ব দিকে একটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে যাহা এজমালি সম্পত্তির অধিকারস্থ. এবং পশ্চিমে ডায়মণ্ড হারবার রোড নামক সরকারী রাস্তা আছে।

নং ৮।—এবং এতদ্ভিন্ন জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বারহাট্টা নামক স্থানে যে পাকা ইষ্টক নির্ম্মিত দ্বিতল গৃহ এবং তৎ সংলগ্ন ঘর সকল আছে সমেত কর সংযুক্ত জমী যাহার উপর উক্ত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার অর্দ্ধাংশ কিম্বা অর্দ্ধেক বিভাগ কিম্বা অর্দ্ধেক হিস্যা। ষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত জমী এক বিঘা দশ কাটা হইবে। তবে ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও পারে কিছু কম হইলেও পারে। তাহার চতুর্দ্দিকের সীমানা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে—অর্থাৎ উত্তর দিকে ভগবতী দাসীর বসত বাটী, দক্ষিণের দিকে বাকা নদী, পূর্ব্ব দিকে এক জন প্রজার গৃহ যাহাতে শ্রীহরি বসু বসি করিতেছে এবং পশ্চিমের দিকে মৃত অনুপ কোটাল নামক ব্যক্তির বসথ বাটি।

নং ৯।—এতদ্ভিন্ন জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি বালিয়া পরগণার অন্তঃর্গত চণ্ডিপুর নামক স্থানে যে পাকা ইষ্টক নির্ম্মিত দোতলা বৈঠকখানা আছে অর্থাৎ যাহা এজমালি বসত বাটীর সম্মুখে এবং উহার লাগাও যে ক্ষুদ্র গৃহ আছে যমেত করযুক্ত জমী যাহার উপর উহা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার এক অর্দ্ধাংশ কিম্বা অর্দ্ধ বিভাগ কিম্বা অর্দ্ধ হিস্যা। ষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত জমী এক বিঘা হইবে তবে কিঞ্চিত বেশী হইলেও পারে, কিঞ্চিৎ কম হইলেও পারে এবং উহার চতুপার্শ্ব সীমা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে—অর্থাৎ উত্তর দিকে পাকা রস্তা যাহা এজমালি বসত বাটির মুখে গিয়াছে, দক্ষিণ দিকে শ্যামাচরণ চন্দ্রের পুষ্করিণী এবং বাগান এবং পরিবারদিগের বসত বাটি, পুর্ব্ব দিকে একান্নভুক্ত পরিবারের একটি পুষ্করিণী এবং শ্বেতখানা এবং পশ্চিমের দিকে অঘোর কামিনী দাসীর প্রজা সম্বলিত জমী যাহা কিছু দিন হইল তৎকর্ত্তৃক তারাচাঁদ চন্দ্রের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়।

নং ১০—এবং এতদ্ভিন্ন জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী পরগণে মেদনমোল্লার অন্তর্গত তরফ কালিকাপুরের অন্তর্ভূত কামিরাবাদ তরফ নামক যে তালুক আছে (যাহার কালেক্টরীর তৌজী নম্বর ১০৯ এক শত নয়) তাহার আট আনা পত্তনির অর্দ্ধ অংশ বা আট আনা হিস্যা সমেত বকেয়া খাজানার অর্দ্ধেক।

নং ১১।—এবং এতদ্ভিন্ন চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী পরগণে বালিয়ার অন্তর্গত চণ্ডিপুর নামক স্থানে যে দোতালা একান্নভুক্ত পরিবারদিগের বসত বাটী আছে এবং উক্ত বাটী যে কর সংযুক্ত জমীর উপর গঠিত ও স্থাপিত তাহা এবং তাহার লগাও জমী এবং পুষ্করিণী ও গাছ গাছালি সকল এই সমুদয়ের অর্দ্ধেক অংশ অর্দ্ধ বিভাগ কিম্বা অর্দ্ধেক হিস্যা। ষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত জমীর পরিমাণ ফল দুই বিঘা দশ কাটা হইবে, তবে ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও পারে কিছু কম হইলেও পারে। উহার চতুর্দ্দিগের সীমানা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে, অর্থাৎ উহার উত্তরের দিকে রথতলা জমী নামক এজমালি সম্পাত্তিভুক্ত জমী, দক্ষিণের দিকে পাকা রাস্তা যাহা উক্ত পরিবারদিগের বসত বাটী মুখ গমন করিয়াছে, পূর্ব্ব দিকে [illegible] কর্ম্মকারের বসত বাটী এবং [illegible] নামে একটী পুষ্করিণী যাহা উক্ত এজমালি সম্পত্তিভুক্ত, এবং পশ্চিমের দিকে

কতকাংশে অঘোর কামিনী দাসীর প্রজা শুদ্ধ বাটী যাহা তৎকর্ত্তৃক তারাচাঁদ চন্দ্রের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়, এবং কতকাংশে উক্ত তারাচাঁদ চন্দ্রের জমী। এই অর্দ্ধাংশ এই নিয়মে বিক্রয় হইবে যে শ্রীমতি ব্রহ্মময়ী দাসী এবং শ্রীমতী কমল মণি দাসী হাইকোর্টের ডিক্রি অনুসারে যে ডিক্রি ১৮৭৪ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে ১৮৭০ সালের ৪৫৪ এবং ৫৯২ নম্বরীয় মকদ্দমায় প্রদত্ত হয়, উক্ত ডিক্রি অনুসারে তাহারা উক্ত পরিবারদিগের বাসস্থানের সেই সকল ঘরে বাস করিতে পারিবেক যাহাতে তাহারা এযাবৎ বাস করিয়া আসিয়াছে এবং উক্ত বসত বাটির পূজার দালান তাহারা সকল সময় ব্যবহার করিতে পারিবে।

নং১২——এবং এতদ্ভিন্ন জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণা বালিয়ার অন্তর্গত চণ্ডিপুর নামক স্থানে চাঁপাপুকুর নামে যে পুষ্করিণী আছে এবং উক্ত পুষ্করিণির পাড়ের চতুর্দ্দিকে যে করসংযুক্ত জমী আছে তাহা এবং গাছ গাছালি সকল যাহা ঐ জমীর উপর আছে এই সমুদয়ের অর্দ্ধাংশ অর্দ্ধ বিভাগ কিম্বা অর্দ্ধেক হিস্যা। এষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত জমীর পরিমাণ ফল দুই বিঘা তবে ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও পারে কিছু কম হইলেও পারে। উহার চতুর্দ্দিকের সীমানা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে, অর্থাৎ উত্তরের দিকে একটী ক্ষুদ্র পথ, দক্ষিণের দিকে কতকাংশে একটী ড্রেন এবং কতকাংশে ইশাল সাপুই এবং গঙ্গাধর দাসের বাগান, পূর্ব্বদিকে একটী ক্ষুদ্র পথ, এবং পশ্চিম দিকে কতকাংশে, একটী ক্ষুদ্র পথ এবং কতকাংশে এজমালি সম্পত্তির আস্তানল।

নং ১৩।—এবং এতদ্ভিন্ন জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণা বালিয়ার অন্তর্গত চণ্ডিপুর নামক স্থানে রথতলা পুকুর নামে যে পুষ্করণী আছে তাহা এবং উহার পাড়ের চতুষ্পার্শ্বে যে করসংযুক্ত জমি আছে এবং যাহা কালারডাঙ্গা এবং রথতলা ডাঙ্গা নামে জানিত এবং উহার উপর যে সকল গাছ গাছালি আছে এই সমুদয়ের অর্দ্ধাংশ কিম্বা অর্দ্ধ বিভাগ কিম্বা অর্দ্ধ হিস্যা। এষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত জমির পরিমাণ ফল তিন বিঘা হইবে, তবে ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও পারে ও কিছু কম হইলেও পারে। উহারা সীমানা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে; অর্থাৎ উত্তরে এজমালি সম্পত্তির পুকুর, দক্ষিণে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত দেওয়াল, যাহা পরিবারদিগের বাস স্থানের উত্তর সীমা, পূর্ব্বদিকে কতকাংশে কাপালিডাঙ্গা নামক এজমালি সম্পত্তির জমী, কতকাংশে মৃত শম্ভুচন্দ্র মান্নার বাগান এবং কতকাংশে জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমী এবং পশ্চিমদিকে ডায়মণ্ড হারবার নামক সরকারি রাস্তা।

নং ১৪—এবং এতদ্ভিন্ন জেলা ২৪ পরগণার অন্তপাতি পরগণা খাসপুরের অন্তর্গত টালিগঞ্জ নামক স্থানে যে দুইটী গুদাম আছে এবং উক্ত গুদাম যে করযুক্ত জমীর উপর গঠিত এবং স্থাপিত এই সমুদয়ের অর্দ্ধাংশ কিম্বা অর্দ্ধ বিভাগ কিম্বা অর্দ্ধ হিস্যা। এষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত জমীর পরিমাণ ফল তিন কাটা হইবে, তবে উহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও পারে কিম্বা কিছু কম হইলেও পারে। উহার চতুষ্পার্শ্বের সীমানা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে অর্থাৎ উত্তরের দিকে সরকারী রাস্তা দক্ষিণ, পূর্ব্ব এবং পশ্চিমে রাধা মোহন মণ্ডলের প্রজা সমেত জমী এবং গুদাম।

নং১৫—এবং এতদ্ভিন্ন জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণা বালিয়ার অন্তর্গত নাসকপুর নামক স্থানে যে করযুক্ত ধানের এবং অন্যান্য প্রকার জমী আছে [illegible] অর্দ্ধাংশ অর্দ্ধ বিভাগ কিম্বা অর্দ্ধেক হিস্যা, এষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত জমির পরিমাণ ফল ৩৫ বিঘা সাত কাটা তবে ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও পারে কিছু কম হইলেও পারে। উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সীমা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে, অর্থাৎ উহার উত্তরের দিকে কতকাংশে ঘনেশ্যাম মণ্ডলের প্রজা শুদ্ধ জমী এবং কতকাংশে মৃত বদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমী, দক্ষিণের দিকে কতকাংশে সরকারি রাস্তা এবং কতকাংশে পতিত ভূমি, পূর্ব্বদিকে স্বরূপ নস্কর, শিবু ঘটক ও বাবু রামহালদারের প্রজা সমেত জমী এবং পশ্চিম দিকে কতকাংশে তারাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের বাগান এবং কতকাংশে মৃত বদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমী।

নং ১৬—এবং এতদ্ভিন্ন জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী পরগণা মাগুরার অন্তঃর্গত ইটালঘাটা নামক স্থানে যে মৌরসী জমী আছে তাহার অর্দ্ধাংশ অর্দ্ধ বিভাগ কিম্বা অর্দ্ধ হিস্যা। এষ্টিমিট করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত জমির পরিমাণ ফল ৮ বিঘা ৭॥০ কাটা হইবে, তবে ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও পারে কিছু কম হইলেও পারে। চতুর্দ্দিকের সীমানা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে অর্থাৎ উত্তরের কতকাংশে শ্রীধর বিশ্বাসের প্রজা শুদ্ধ জমী, কতকাংশে রামতারণ বাণিয়ার জমী এবং কতকাংশে মৃত রাজা সত্যচরণ ঘোষালের জমী এবং কতকাংশে গদাধর ডাক্তার প্রজা শুদ্ধ জমী এবং কতকাংশে গবর্ণমেন্টের বাগান এবং কতকাংশে মৃত কালিকান্ত রায় চৌধুরীর প্রজা শুদ্ধ জমী, পূর্ব্বদিকে টলিসনালা নামক গঙ্গা এবং পশ্চিমের দিকে সরকারী রাস্তা।

নং ১৭—এবং এতদ্ভিন্ন জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী জেলা বালিয়ার অন্তঃর্গত মৌজে চণ্ডিপুরের এলেকাধীন ডিহি সন্তোষবাটী নামক স্থানে কাপালিডাঙ্গা নামক যে নিষ্কর ভুমি সকল আছে এবং উহাদের উপর যে পুষ্করণী এবং গাছ গাছালি আছে এই সকলের অর্দ্ধাংশ অর্দ্ধ বিভাগ কিম্বা অর্দ্ধেক হিস্যা। এষ্টিমিট করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত জমী সকলের পরিমাণ ফল ২ বিঘা ১৫ কাটা, তবে ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও পারে কিম্বা কিছু কম হইলেও পারে। উহার সীমানা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে অর্থাৎ উত্তরদিকে জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমী, দক্ষিণদিকে মৃত শম্ভুচরণ মান্নার জমী সকল, পুর্ব্বদিগে এজমালি সম্পত্তির জমী।

নং ১৮—এবং এতদ্ভিন্ন সহর কলিকাতার অন্তঃর্গত ট্রাঙ্ক রোড নামক রাস্তার উপরস্থ যে দোতলা ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী এবং উহার সংলগ্ন গৃহ সকল এবং ২৪ বি নং এবং ২৪ সি নং চিহ্নিত যে সকল পাকা গুদম আছে যাহা মধুসূদন সেন এবং নন্দলাল সেনের জমীর উপর স্থাপিত এই সমুদয়ের অর্দ্ধাংশ অর্দ্ধ বিভাগ কিম্বা অর্দ্ধেক হিস্যা।

নং ১৯।—এবং এতদ্ভিন্ন জেলা ২৪ পরগণার অন্তপাতী পরগণা মাগুরার অন্তঃর্গত মৌজে দুর্গাপুর নামক স্থানে যে নিষ্কর ভুমি খণ্ড কি অংশ, যে অংশ মৃত পয়জারা মুচির অধীনে আছে। এষ্টিমিট করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত জমীর পরিমাণ ফল এক বিঘা তবে ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও পারে, কিম্বা কিছু কম হইলেও পারে। উহার সীমানা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে অর্থাৎ উত্তর পুর্ব্বদিকে ডায়মণ্ডহারবার রোড নামক সরকারী রাস্তা, পশ্চিমদিকে নবকুমার হালদারের বাগান, উত্তরের দিকে শেখ হিয়ামি দালির জমি এবং দক্ষিণের দিকে মৃত ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাগান।

নং ২০।—এবং এতদ্ভিন্ন জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী পরগণা মাগুরার অন্তঃর্গত মৌজে দুর্গাপুর নামক স্থানে যে নিষ্কর জমি খণ্ড কি অংশ যাহা পঞ্চু রাম নামক এক ব্যক্তির অধীনে আছে। এষ্টিমিট করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত জমীর পরিমাণ ফল এক বিঘা ৫ কাটা, তবে ইহা অপেক্ষা কিছু কম হইলেও পারে কিম্বা কিছু বেশী হইলেও পারে। উহার চতুর্দ্দিকের সীমানা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে অর্থাৎ পুর্ব্বদিকে পিতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের জমী, এবং দক্ষিণের দিকে কার্ত্তিকচন্দ্র পালের জমী।

বিক্রয়ের নিয়ম সকল ও দলিল দস্তাবাজের চুম্বক হাইকোর্টের আদিম বিভাগে রেজিষ্টারের আফিসে এবং বাবু শ্যামলধন দত্তের আফিস বিক্রয়ের যে কোন দিন পূর্ব্বে দেখা যাইতে পারে এবং বিক্রয়ের সময়েও উহা দেখান যাইতে পারে।

আর বেল চেম্বারস

R. Belchambers

শ্যামলধন দত্ত

বাদীর উকীল।

হাইকোর্ট অরিজিনাল সাইড।

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭।

এতদ্বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করান যাইতেছে যে যে ব্যক্তি শুদ্ধরূপে বাঙ্গলা অক্ষরে হিন্দি ভাষায় একটী পুস্তক রচনা করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে ৫০ টাকা পুরষ্কার প্রদান করিব।

১৮৭৭ ইং ৭ই ফেব্রুয়ারি { শ্রীদিহিঙ্গের গোস্বামী
মোং রহা নওগাঁ আসাম।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান

প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদার বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধ (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দুরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক রোগ, বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভস্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা ডাক মাসুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মুল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নকট মুল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ; কর্ম্মাধ্যক্ষ।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৩ সাল ৩রা চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

জং বাহাদুর।

গত সংখ্যক পত্রিকায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি যে এই অদ্বিতীয় ব্যক্তি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। অদ্য আমরা তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

জং বাহাদুরের পিতা নেপাল সৈন্যের এক জন কাজি ছিলেন। কাজির আট পুত্র। তন্মধ্যে জং বাহাদুর দ্বিতীয়। কাজি নেপালের প্রান্ত ভাগে বাস করিতেন। জং বাহাদুর তাঁহার অধীনে সুবেদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। জং বাহাদুর বাল্যকাল হইতেই একগুঁয়ে ছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার পিতার সহিত প্রায়ই তাঁহার ঝগড়া হইত। ঝগড়া করিয়া তিনি পলায়ন করিতেন এবং এখানে সেখানে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া যখন তাঁহার পিতার ক্রোধ কিছু সাম্য হইত তখন বাটী ফিরিয়া আসিতেন। জং বাহাদুর বড় অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন, টাকা হাতে আসিলেই তিনি তাহা খরচ করিয়া ফেলিতেন। এই নিমিত্ত প্রায়ই তাঁহার অর্থের অনাটন হইত, কিন্তু তিনি জুয়া খেলা করিয়া সে অভাব পুরণ করিতেন। তাঁহার সহিত জুয়া খেলিয়া প্রায় কেহই পারিতনা। জং বাহাদুর সৈনিক পুরুষদিগের বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন। যে সমুদয় কার্য্যে সাহসিকতা ও নৈপুণ্য আবশ্যক করে তাহা সমাধা করিবার নিমিত্ত তিনি সচরাচর সৈন্যদিগের সহিত যোগ দিতেন। অবশেষে পিতৃশাসনে থাকা তাঁহার নিকট অসহনীয় হইয়া উঠে এবং তিনি নেপাল পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। তথায় তিনি ইংরাজ গবর্ণমেন্টের কার্য্যপ্রণালী মনোনিবেশ পুর্ব্বক শিক্ষা করেন এবং রাজনৈতিক কার্য্যে একরূপ দক্ষ হইয়া নেপালে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

জং বাহাদুর বাটী ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে তাঁহার খুল্লতাত মাতব্বর সিং নেপালের প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে আরূঢ় হইয়াছেন। তিনি অনেক গুলি পরিবার ধ্বংশ করিয়া এই পদটী প্রাপ্ত হন। তখন নেপালে এরূপ গোলমাল যে কাটাকাটি মারামারী প্রায়ই নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে ছিল। নেপালের রাজা নাম মাত্র রাজা ছিলেন। প্রকৃত রাজত্ব কতক গুলি চক্রী ও ধূর্ত্ত ব্যক্তির হস্তে ছিল। দেশের এইরূপ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া জং বাহাদুরের মনে উচ্চ আশার উদয় হয়। তিনি মনে মনে চিন্তা করেন যে, যে গতিকে হয় তিনি সর্ব্বোচ্চ পদে আরূঢ় হইবেন। এই রূপ সংকল্প করিয়া কিছু দিনের নিমিত্ত তিনি নেপাল পরিত্যাগ করেন ও বানারসে অবস্থিতি করেন। তথায় তিনি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে একটী বিদ্রোহের সূত্রপাত করেন কিন্তু বিদ্রোহাগ্নি প্রবল হইবার পূর্ব্বেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহাকে অপমান করিয়া বানারস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয় এবং তিনি পুনরায় স্বদেশে প্রবেশ করেন।

নেপালে আসিয়াই তিনি কিসে বড় হইবেন তাহার ঐকান্তিক এই যত্ন হয়। কতকগুলি চক্রী লোকের দলপতি হইয়া তিনি রাজসরকারে প্রবেশ করেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই তথায় হুলুস্থুলু বাধাইয়া দেন। একজন রাজপুত্র জং বাহাদুরের অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন এবং কিসে তাঁহাকে দূরীকৃত করিবেন তাহার নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকেন। নেপালে কাহাকে বধ করিতে হইলে সচরাচর তাহাকে পাতকুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। উক্ত রাজপুত্র জং বাহাদুরকে এই রূপে হত্যা করিবার সংকল্প করেন। জং বাহাদুর পূর্ব্বাহ্নে ইহা জানিতে পারেন, জানিয়া তিনি গভীর কূপের মধ্যে লম্ফ দেওয়া শিক্ষা করেন। ক্রমে রাজপুত্র জং বাহাদুরের স্কন্ধে একটি গুরুতর দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবার আদেশ দেন। যখন তাঁহাকে কূপে ফেলিবার সমস্ত আয়োজন হইয়াছে সেই সময় জং বাহাদুর রাজ পুত্রের নিকট এই প্রার্থনা করেন যে, তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া না ফেলিয়া লম্ফ দিয়া পড়িবার অনুমতি দেওয়া হয়। রাজপুত্র এই প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন। জং বাহাদুর সাহসপূর্ব্বক কূপের মধ্যে লম্ফ প্রদান করেন এবং সকলে অনুমান করিলেন যে, ঐ লম্ফই তাঁহার শেষ লম্ফ। জং বাহাদুর কূপের মধ্যে পতিত হইয়া রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করেন এবং ঐ সময়ে তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণ লুক্কাইত ভাবে আসিয়া তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া লইয়া যায়। ইহার পর জং বাহাদুর কতক দিন পর্য্যন্ত পলায়ন করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্রমে নেপাল রাজ্য এরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে যে তিনি সাহস পূর্ব্বক পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হন।

নেপালের বৃদ্ধা রাণীর সাহায্যে মাতব্বর সিং মন্ত্রীত্ব পদ প্রাপ্ত হন। রাণী তাঁহাকে কতকগুলি ব্যক্তিকে হত্যা করিতে বলেন, মাতব্বর তাহাতে সম্মত হন না, এই নিমিত্ত রাণী তাহার মৃত্যু সংকল্প করেন। এক দিন রাত্রি ১১টার সময় মাতব্বরের নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলে যে রাণী কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া মাতব্বর রাজবাটিতে গমন করেন। তিনি রাণীর গৃহে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময়ে একটী পিস্তলের গুলি তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিল এবং তিনি ভূপতিত হইয়া তখনই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই পিস্তল জং বাহাদুর ছুড়েন। জং বাহাদুর কেন এই ভয়ানক কার্য্য করেন তাহা প্রকাশ নাই। জং বাহাদুর যখনই এই ঘটনাটী উল্লেখ করিতেন তখনই তাঁহার দুই চক্ষু ছল ছল হইয়া আসিত এবং তাঁহার অন্তঃকরণে ভয়ানক কষ্টের উদয় হইত।

মাতব্বর সিংহের মৃত্যুর পর আর এক দল মন্ত্রীর সৃষ্টি হইল। এই মন্ত্রীগণ জং বাহাদুরকে নেপালের সৈন্যাধ্যক্ষ করেন; কিন্তু জং বাহাদুর এই পদ প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট হইলেন না। এক বৎসর পরে প্রধান মন্ত্রীকে তিনি গুলি করিয়া হত্যা করেন। ক্রমে তিনি অন্যান্যমন্ত্রীদিগকে কিরূপে ধ্বংশ করেন নিম্নে তাহা বর্ণিত হইতেছে। এক জন মন্ত্রীকে তিনি কারাগারে প্রবেশ করিতে আদেশ করেন। উক্ত মন্ত্রীর পুত্র পিতার বিপদ দেখিয়া জং বাহাদুরকে আক্রমণ করেন; জং বাহাদুর তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুলি করিয়া বধ করেন। পুত্রের মৃত্যু দেখিয়া পিতা তাহার প্রতিশোধ লইবার যত্ন করেন, কিন্তু জং বাহাদুর তাঁহাকেও ঐ স্থানে গুলি করিয়া হত্যা করেন। জং বাহাদুরের এই নৃশংস কার্য্য দেখিয়া অপর ১৪ জন মন্ত্রী তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন; কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর শরীর রক্ষার্থ যে সৈন্য দল ছিল জং বাহাদুর পূর্ব্বেই তাহাদিগকে হস্তগত করিয়াছিলেন, সুতরাং ঐ ১৪ জন মন্ত্রী সাহস করিয়া জং বাহাদুরকে কিছু বলিতে পারিলেন না। জং বাহাদুর ইহাদিগের ভাব গতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে ইহারা জীবিত থাকিতে নিস্তার নাই। তৎক্ষণাৎ তিনি এক জন শরীর রক্ষকের হস্ত হইতে একটী বন্দুক লইয়া উক্ত ১৪ জনের মধ্যে যিনি অগ্রবর্ত্তী ছিলেন তাঁহাকে গুলি করিলেন। ক্রমে আর ১৩টি বন্দুক লইয়া অপর ১৩ জনকে নিপাত করিলেন। এই রূপে কিয়ৎক্ষণের মধ্যে নেপালের প্রধান ১৪টী বংশ ধ্বংশ হইল। ক্রমে চতুর্দ্দিকে কাট কাট শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং এই এক রাত্রির মধ্যে জং বাহাদুর কর্ত্তৃক ১৫০ জন সর্দ্দার হত হন। নিশি অবশান হইল জং বাহাদুরও প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলেন যে, তাঁহার ন্যায় সেনাপতি তাহারা আর পাইবে না। সৈন্য দলের কয়েকজন প্রধান কর্ম্মচারীর পদোন্নতি করিয়া দিয়া সৈনিক পুরুষদের মধ্যে তিনি সহজে আধিপত্য স্থাপন করেন।

জং বাহাদুর নেপালের সর্ব্বোচ্চ পদে আরূঢ় হইলেন বটে, কিন্তু তিনি শত্রুগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তবে তিনি এরূপ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে থাকেন যে, অল্প দিনের মধ্যে সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া উঠেন। এক জন সর্দ্দার বৃদ্ধ রাজার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে যায়, এই অপরাধে তিনি তাহার মস্তক ছেদন করেন। এক ব্যক্তি রজনীযোগে তাঁহার নিকট আসিয়া বলে যে, রাজা তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। জং বাহাদুর ঐ ব্যক্তিকে আপনার হত্যাকারী বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বধ করেন এবং রাজার সম্মুখে উপস্থিত হন। তৎপর তিনি রাজাকে নানাবিধ ভয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে এক অনুমতি পত্র বাহির করেন এবং ঐ অনুমতি পত্রের বলে তাঁহার সমস্ত শত্রু নিপাত করেন। এমন কি রাণীকে পর্য্যন্ত তিনি দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন এবং ক্রমে রাজাকেও দেশ পরিত্যাগ করিতে হয়। রাজা ও রাণী বেনারসে গিয়া অবস্থিতি করেন এবং জং বাহাদুর এক জন রাজপুত্রকে সিংহাসনে উপবেশন করান। অবশেষে বৃদ্ধ রাজা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নেপালে আসিয়া এক দল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। জং বাহাদুর রাজাকে পরাস্ত করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন এবং কেবল দুটি একটি মহোৎসব উপলক্ষে তাঁহাকে রাজপুত্রের সিংহাসনের এক পার্শ্বে বসিতে অনুমতি দিতেন।

ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম না হইতেই জং বাহাদুর প্রকৃত প্রস্তাবে নেপালের অধীশ্বর হন। অধীশ্বর হইয়া তাঁহার স্বভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। তাঁহার ন্যায় কোমল প্রকৃতির মন্ত্রী নেপালে কখন দেখা যায় নাই। যে নেপাল রাজ্য অহোরহ বিবাদ বিসম্বাদে পরিপূর্ণ ছিল তাহাতে তিনি প্রগাঢ় শান্তি স্থাপন করেন। ক্রমে তাঁহার শত্রুগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, তাঁহার ন্যায় শাসনকর্ত্তা নেপালে কখন জন্ম গ্রহণ করেন নাই এবং যদিও তিনি রক্তের নদী সন্তরণ দিয়া দেশের উচ্চতম পদে অধিরূঢ় হন তবু তাঁহার সকল অপরাধ মার্জ্জনীয়। জং বাহাদুর স্বয়ং পূর্ব্বকৃত দোষ সমূহের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিতেন এবং বলিতেন যে, দেশের উপকারের নিমিত্ত তিনি ঐ সকল কার্য্য করিতে বাধ্য হন। সম্ভবতঃ জং বাহাদুর নিজে বড় হইবার নিমিত্ত শোণিত স্রোতের প্রবাহ করেন, কিন্তু ইহাও সত্য যে, তিনি এই রূপ রক্তপাত না করিয়া যদি শিষ্ট শান্ত মুনির ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন তাহা হইলে নেপাল রাজ্যের দুর্গতির এক শেষ হইত।

জং বাহাদুর ইংলিশ গবর্ণমেন্টের পরম বন্ধু ছিলেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় তিনি সাহায্য না করিলে ইংরাজেরা প্রকৃত ঘোর বিপদে পতিত হইতেন। ইংরাজেরা এই নিমিত্ত জং বাহাদুরকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। তিনি বিলাত গমন করিলে তাহারা ইহার বিশেষ পরিচয় দেন। মহারাণী পর্য্যন্ত তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার দুই সহোদর তাঁহার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করে এবং তাহারা ধৃত হয়। যদিও জং বাহাদুরের বন্ধু বান্ধবগণ এই ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করিবার নিমিত্ত জং বাহাদুরকে পরামর্শ দেন কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন না। তিনি কেবল ইহাদিগকে নজর[illegible]তে কয়েদ করিয়া রাখেন।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারিতে জং বাহাদুর পুনরায় বিলাত যাত্রা করিবার [illegible] করেন। বোম্বাইয়ে গমন করিলে তিনি অশ্ব হইতে পতিত হইয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। এই দুর্ঘটনা হওয়াতে তিনি স্থির

করেন যে বিলাত গমন করিলে তাহার অমঙ্গল হইবে এবং বোম্বাই হইতে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তাঁহার মৃত্যুবিবরণ আমরা গত সংখ্যক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। ইঁহার তিন রাণী ইঁহার সহিত সহ মরণ গমন করিয়াছেন।

পোষ্টাল বিভাগ।

ননরেগুলেশন প্রদেশের কার্য্য দেখিয়া আমাদের মনে উদয় হয় যে, যে ইংরাজ জাতি আপনাদিগকে সভ্য বলিয়া গৌরব করেন, যে ইংরাজ জাতি সুনিয়মের দাস, এবং যাহারা স্বেচ্ছাচারী আশিয় রাজাদের, এমন কি ইউরোপীয় স্বেচ্ছাচারী রুশ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের অবিচারের কথা শুনিয়া কর্ণে হস্ত অর্পণ করেন তাহাদের রাজ্যে কি রূপে অবিচার হয়। ননরেগুলেশন প্রদেশের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের পোষ্টাল বিভাগের অত্যাচারের কথা শুনিয়া আমরা অবাক হই।

এক দিন বঙ্গদেশের পোষ্টাল বিভাগ এদেশীয় কর্ম্মচারীগণ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তখন পোষ্টাল বিভাগের এরূপ সুশৃঙ্খলতা ছিল না। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তখন পোষ্টাল বিভাগে কি রূপে সুশৃঙ্খলতা স্থাপন করিবেন ইহা চিন্তা করিয়া চারি দিক অন্ধকার দেখিতেন। এই রূপ বিপদ কালে রাজপুরুষদিগের নিকট এদেশীয়দের আদর হয়। যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি কোন বিপদ উপস্থিত হইলে তাহারা আমাদিগকে কত যত্ন, কত স্নেহ দেখান। ইনকম ট্যাক্স, রোডসেস, নির্দ্ধারণের সময় তাহারা আমাদের প্রতি কত আত্মীয়তা প্রকাশ করেন। যখন কোন সিবিলিয়ান কি অন্য কোন ইংরাজ এদেশে আগমন করেন তখন তিনি আমালাদের কত আদরই করেন, কিন্তু যে একটু কার্য্যে দক্ষ হন আর তাহাদিগের প্রতি ঘৃণা দেখাইতে আরম্ভ করেন।

রায় দীনবন্ধু মিত্র, রায় সূর্য্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা তৎতুল্য ব্যক্তি যদি পোষ্টাল বিভাগে প্রবেশ না করিতেন তাহা হইলে উক্ত বিভাগ কবে যে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইত তাহা বলা যায় না। অথচ পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের তাচ্ছিল্যে দীনবন্ধু বাবু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন এবং সূর্য্যনারায়ণ বাবু শঙ্কটাপন্ন পীড়িত। ইহারা পোষ্টাল বিভাগের নিমিত্ত যেরূপ পরিশ্রম করেন, ও তাহাদের যত্নে পোষ্টাল বিভাগের যেরূপ উন্নতি হয়, যদি এক জন ইংরাজ কি এক জন ফিরিঙ্গি উহা করিতেন তাহা হইলে তাহার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপিত হইত। বাবু রামচন্দ্র মিত্র লুসাই যুদ্ধের সময় যেরূপ সুচারুপূর্ব্বক পোষ্টাল বিভাগের বন্দোবস্ত করেন, ইহা যদি এক জন ইংরাজ কি ফিরিঙ্গ দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে কত ধন্যবাদ দিতেন, ও কত পুরস্কার করিতেন, কিন্তু রামচন্দ্র বাবু কোন রূপ পুরস্কার পাওয়া দূরে থাকুক অন্যায় পূর্ব্বক তিনি অপদস্থ হইলেন এবং শেষে তাহার পেনশন লইয়া পলায়ন করিতে হইল। আলপিন সাহেব কতদিন পোষ্টাল বিভাগে কাজ করিতেছেন তাহা আমরা জানি না। ফল তিনি সূর্য্যনারায়ণ বাবু কি রামচন্দ্র বাবু অপেক্ষা যে কর্ম্মে অধিক দক্ষ নন তাহা বোধ হয় পক্ষপাতী কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও অস্বীকার করিতে পারেন না। তিনি ইহাদের অপেক্ষা জাতিতে ন্যূন না হউন শ্রেষ্ঠ নহেন; অথচ দিনবন্ধু বাবু পরিবারগণকে দরিদ্রাবস্থায় রাখিয়া অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন, সূর্য্য নারায়ণ বাবুর অর্থ সঙ্গতি কিছুই নাই এবং আপনি যাদশাপন্ন, রামচন্দ্র বাবু পেনশন লইয়া কোন [illegible] জীবন ধারণ করিতেছেন, কিন্তু আলপিন সাহেবের [illegible] বেগের ন্যায় ক্রমে পদোন্নতি হইতেছে। অন্যান্য [illegible] বিভাগে কর্ম্মচারিরা অন্যায় কার্য্য করিলে শাস্তি পান পো[illegible]ল বিভাগে বাঙ্গালির পক্ষে [illegible] কিন্তু ইংরাজ কি ফি[illegible]ঙ্গি কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাহার প্রায় পদোন্নতি [illegible]য়। যে পর্য্যন্ত টুইডি সাহেব বাঙ্গালার পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত ডগলাস সাহেব এই বিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন সেই অবধি পোষ্টাল বিভাগের অবিচার আরম্ভ হইয়াছে। সেই অবধি কিসে বাঙ্গালিরা এ বিভাগ হইতে দুরীকৃত হইবে কিসে ইহাতে ফিরিঙ্গিরা প্রবেশ করিবে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের এই যত্ন হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সংকল্প করেন যে, পোষ্টাল বিভাগ হইতে উচ্চপদস্থ সমুদয় বাঙ্গালীকে দূর করিবেন, কিন্তু তাহা লইয়া এত গোলযোগ হইয়া উঠে যে, কর্ত্তৃপক্ষীয়দের মনস্কামনা সিদ্ধি হয় না। তাহারা এই উদ্যোগে যদিও অনেক ফিরিঙ্গি ও ইংরাজ এই বিভাগে প্রবেশ করান, যদিও বাঙ্গালিদিগকে আর এই বিভাগের উচ্চপদে পারত পক্ষে নিযুক্ত করেন নাই, কিন্তু পূর্ব্বে যাহারা কাজ করিতেন তাহাদের সকলকে দূর করিতে পারেন নাই।

কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যদিও এই বিষয়ে অকৃতকার্য্য হন তথাচ একটী কাজ করেন, তাহারা বাঙ্গালিদের আর প্রায়ই পদোন্নতি করেন নাই। যখন উপরে কোন কর্ম্ম খালি হইয়াছে তখনই ফিরিঙ্গি কি কোন ইংরাজকে সেই খানে নিযুক্ত করিয়াছেন। বাবু আনন্দ গোপাল সেন এ পর্য্যন্ত ১৩।১৪ বার ইনস্পেকটরের স্থলে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিলেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দ হইতে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহাকে ইনেস্পক্টরের পদে পাকা নিযুক্ত করিবেন এই আশ্বাস দিয়া আসিতেছেন, অথচ তাহার পদোন্নতি হইল না। রায় দুর্গানারায়ন বন্দোপাধ্যায় কার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি যখন যেখানে যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তখনই সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করিয়াছেন, অথচ সম্প্রতি বাঙ্গলা পোষ্টাল বিভাগের একটী প্রথম শ্রেণীর ইনেস্পেক্টরের পদ শূন্য হইয়াছে এবং যদিও উহাতে তাহার যত দাবি আছে এরূপ দাবি আর কাহারও নাই, তথাচ রস নামক এক জন সাহেব তাহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। রস সাহেব দুর্গানারায়ণ বাবু অপেক্ষা যোগ্য নন, অন্ততঃ দুর্গানারায়ন বাবুকে রায় বাহাদুর পদ প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্ট যেমন তাহার কার্য্যদক্ষতা স্বীকার করিয়াছেন, রস সাহেব সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন গুণ স্বীকার করেন নাই। রস সাহেব অপেক্ষাকৃত অতি অল্প দিন, অন্ততঃ দুর্গানারায়ণ বাবুর অপেক্ষা অনেক অল্প দিন পোষ্টাল বিভাগে প্রবেশ করিয়াছেন। আবার তিনি বাঙ্গলা পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারী নন, তিনি মিরাট বিভাগে কাজ করিতেন এবং সেই বিভাগ হইতে তাহাকে বাঙ্গলা বিভাগে আনা হইয়াছে।

রস সাহেবকে মিরাট বিভাগ হইতে আনিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আর একটী নূতন অবিচারের সূত্রপাত করিতেছেন। প্রথম এক জন যোগ্য ব্যক্তির [illegible]স্বত্বর অপহরণ করিতেছেন, দ্বিতীয়, অপর স্থানের লোক আনিয়া বাঙ্গলার কর্ম্মচারিদিগের উন্নতির আশা সমূলে উৎপাটন করিতেছেন। পাছে রস সাহেব মিরাট হইতে আসাতে বাঙ্গলা দেশের কর্ম্মচারিরা কোন রূপ গোলযোগ করেন, এই নিমিত্ত কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এক নিয়ম করিতেছেন যে, যে কোন প্রদেশের পোষ্টাল বিভাগে কোন পদ শূন্য হইলে যে কোন স্থান হইতে যোগ্য লোক আনিয়া সে পদ পূর্ণ করা হইবে। এরূপ নিয়ম দ্বারা ইংরাজ কি ফিরিঙ্গিদের কোন রূপ ক্ষতি হইবে না, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কোন ইংরাজ কি ফিরিঙ্গিকে ছাড়িয়া কোন বাঙ্গালিকে বোম্বাই মান্দ্রাজ কি অন্য কোন স্থানে লইয়া গিয়া উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবেন না, সুতরাং এই বিভাগে বাঙ্গালীর উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়ার আশা এক রূপ লোপ হইল। যোগ্য বাঙ্গালীকে উপেক্ষা করিয়া বহির্ভাগ হইতে কোন ইংরাজ কি ফিরিঙ্গি আনিয়া নিযুক্ত করার যে কলঙ্ক তাহা আর ইহা দ্বারা হইবে না, অথচ বাঙ্গালীর পদোন্নতির পথে কণ্টকাকীর্ণ করা হইবে। যদি পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এরূপ নিয়ম প্রকৃতই প্রচলিত করেন তাহা হইলে বাঙ্গলার পোষ্টাল বিভাগের এ দেশীয় কর্ম্মচারিদের মিলিত হইয়া ইহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য এবং বাঙ্গালী জাতির উপকারের সঙ্গে যাহাদের কিছু মাত্র সম্পর্ক আছে তাহাদেরও ইহাতে যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের তাহা হইলে এ অবিচার যাহাতে নিবারণ হয় এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীতে উন্নত হইলেন। এদেশীয়দিগের শুদ্ধ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়া কঠিন নহে, উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া নির্বিঘ্নে উহা ভোগ করা আরো কঠিন, আবার এই সমুদয় বিপদ উল্লংঘন করিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নত হওয়া অভাবনীয় শক্তির কথা। এই রূপ বীর পুরুষদের মধ্যে বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এক জন। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহার প্রতি যেরূপ সদাশয়তা দেখাইয়াছেন অথবা তিনি নিজ বাহুবলে যেরূপ আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছেন, যদি তাঁহার সেই রূপ ক্ষমতা থাকে অথবা কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহার উপর নির্দ্দয় না হন তাহা হইলে তিনি আর এক পদ বিক্ষেপ করিলে বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের সর্ব্ব উচ্চ পদে আরোহণ করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্টের সকল বিভাগেই মেকি চলিয়া থাকে কিন্তু যে বিভাগের উদ্দেশ্য বিদ্যা শিক্ষা সে বিভাগে মেকি চলা কঠিন; প্রত্যুত বোধ হয় ভারতবর্ষের শিক্ষা বিভাগে যত পণ্ডিত আছেন এত আর কোন বিভাগে নাই। এই পণ্ডিতদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ক্রমে উচ্চে উঠিয়া যদি ভূদেব বাবু ক্রমে শিখর দেশে উঠিতে পারেন তাহা হইলে তিনি ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিবেন, হিন্দু জাতি যে এখন পৃথিবীর উচ্চতম জাতিদিগের অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধিতে ন্যূন নহেন তাহারও পরিচয় দিবেন। গবর্ণমেণ্টের কৌশল এই যে, এ দেশীয়দের মধ্যে কেহ কোন রূপ ক্ষমতাশালী হইলে তাহাকে হয় চাকুরি কি কোন রূপ সম্মানসূচক পদ দিয়া কি অন্য কোন রূপে তাহার স্বার্থ সাধন করিয়া তাহার পদে স্বর্ণ শৃংখল প্রদান করেন। ইহারা সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের পোষকতা না করুন, অনেক সময় অনেকে গবর্ণমেণ্ট যত দূর যান তাহা অপেক্ষা আরও একটু এগুয়ে যান। পিয়াদা সকলের নীচে, কিন্তু পিয়াদার যেরূপ অত্যাচার বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের এরূপ অত্যাচার নহে, সুতরাং অনেক সময় অনেকের মনে স্বভাবতঃ এই রূপ তর্ক উপস্থিত হয় যে, এ দেশীয়েরা রাজ প্রসাদ উপভোগ করাতে ভাল হইতেছে, কিম্বা ইহা হইতে বঞ্চিত হইলে ভাল হইত। যাঁহারা এরূপ তর্ক করেন তাহারা দেশীয়দিগের পদোন্নতি দেখিয়া তত আনন্দ অনুভব করেন না। ইহাদের যত পদোন্নতি হয় তাহাদের তত আশঙ্কার উদয় হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় যত দিন দেশের অন্নকষ্ট না যাইতেছে তত দিন এ আশঙ্কা করা বৃথা।

এই সময় ক্লিন সাহেব চুয়াডাঙ্গাতে একটী মেলা করিয়া থাকেন। এই মেলাটী ক্লিন সাহেবের একটী অদ্ভুত কীর্ত্তি। এই মেলা আজ কয়েক বৎসর অবধি সৃষ্টি হইয়াছে এবং ক্রমে ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এ বৎসর ভারি ধুম হইয়াছিল। নৃত্য, গীত, বাজি, বাজনা, আমোদ, আহ্লাদ, লোকের জনতা প্রভৃতি মেলার যে সকল উপকরণ থাকা আবশ্যক তাহা সমুদয় সমবেত হইয়াছিল। মেলার উদ্দেশ্য বোধ হয় সকলেই জানেন। আমেরিকায় সে দিন কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিয়া একটী মেলা আহূত হয়। পারিসে এইরূপ একটী মেলার অনুষ্ঠান হইতেছে। ইহাতেও বোধ হয় বিস্তর অর্থব্যয় হইবে। কিন্তু যদিও আমেরিকা ইহার নিমিত্ত এত অর্থব্যয় করিয়াছেন এবং ফ্রান্সে এত অর্থব্যয় হইবার উদ্যোগ হইতেছে, তবু ইহাতে এই উভয় দেশের পরিণামে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না। উক্ত মেলাদ্বারা দেশের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায় নূতন জীবন প্রাপ্ত

F. AMRITA BAZAR PATRIKA

UTTA, THURSDAY, MARCH 15, 1877.

Student is a neat little monthly publi- ted by our learned townsman Babu urn Banerjee for the benefit of the students connected with the Calcuata University. Babu Kali Churn is himself a host, but he is to be assisted by a brilliant band of educationists who have promised to write, and we have very little doubt that the publication will be of very great use to the students. Considering that its price is only rupees three per annum, we think every student ought to have a copy of his own.

———ooo———

A case, somewhat of the "Fuller" type, we learn from the *Bengalee*, has occurred in Dinagepore. A young European named Henderson, while on his way to town from Purbatipur, came across some police constables escorting the Divisional Commissioner's luggage. For some reason or other an altercation ensued, which resulted in Henderson's striking one of the Policemen a severe blow on the nose. The man died two days afterwards, and the *post mortem* examination by the Civil Surgeon, shows, as we are told, that the man was suffering from no disease, and that the blow was the cause of the death. Henderson was arrested on his way to Rajmahal, and has since been let out on bail pending his trial, which comes on before Mr. Cooke, the Joint Magistrete.

———ooo———

We hear that the Chuckdigge Minor's case is still dragging its slow length in [illegible] Judge's Court at Burdwan. Mr. Woodroffe is [illegible] ducting the case on behalf of the Court o[illegible] and in addition to the 90 thousand rupees [illegible] pocketted by him, he also expects a further g[illegible] round sum for his later services. The widow of Babu Saroda Prosad Roy, the defendant in the case, has been reduced to the last straits, and has disposed of almost everything she had to maintain the suit. We hear that the Moharajah of Burdwan tried to settle the matter amicably between the two parties, but Mr. Woodroffe interposed, and so there is no hope for an amicable settlement. The Government, if it really seeks the welfare of the minor, ought to put a stop to the extravagant way in which the case is being conducted, for if it continues thus for sometime more, the minors' estate is sure to be brought to the hammer.

———ooo———

A highly respectable gentleman from Ahmedabad sends us an account of a horrible case which has been pending before the local Sessions Court. The case is one of torture by the police. A woman was brought and detained in the camp of a Police Inspector. She was tortured by some body having thurst a stick into her uterus. It caused immense bleeding. The woman was not shewn to a proper medical man but was treated by village barbars. The Inspector accuses a peon of his with having thus savagely and shamelessly tortured the woman, while the peon in his turn accuses the Inspector. Our correspondent says regarding the police:—

The Police, with some honorable exceptions, are as a body, most disreputable. There is scarcely a single properly educated man in the department. A rogue who tells false evidence, and gets up false accusations, prospers and is rewarded. Our police resemble the old Pindaries who pillaged the country in days gone by. Now under the British Government these legalized Pindaries do all sorts of oppressions in the name of law.

The correspondent concludes his letter by a reference to the Survey Department, whose ruinous doings he thus describes:—

While the country is on the one hand suffering terribly from the hands of the Police and the Executive, the cultivators are reduced to a most wretched condition by the Survey Department. It has spread disolation all over the land and there is hardly a spot where its operation is not severely felt. Now throughout the famine Districts it is clear that there is no want of grain. The Railways have supplied the necessary amount of food; but the people have not the means to purchase it for them. It is in fact a famine of money and not of grain. It is really heart-rending to contemplate the scene before us. The English Collectors will say that it is the Brahmins and the Marwari moneylenders assisted by Courts who have brought the country to this pass; but the truth is, and let him gainsay it who can, that it is the Survey Department which has caused such penury amongst the people, a result which is utterly discreditable to the enlightened British Government.

———oo———

The frontier affairs gave a good deal of disquietude to the people of India. With a Russian envoy at Cabul, the Ameer in bad humor, and three hundred thousand fierce Cabulese at his command, with the forty thousand of the devils of the Afridees thirsting after blood and plunder, the aspect was far from being pleasant. The bad state of the finances of the Government, the wide-spread famine in the South, the probability of a European war heightened the anxiety, and never was India under British rule, if we except the years of '57 and 58, under so great an internal excitement. Never before did the Mahamedans in India seem to take so intense an interest in public affairs. Many Mahamadan gentlemen come to us solely with a view to know something of the affairs that are going on outside their world. At one time war was considered inevitable in the frontiers, but happily British intellect and diplomacy have dispersed the combination without firing a shot. The borderers have come to terms and entered into a satisfactory arrangement with the Government.

———ooo———

Sometime ago we noticed that the Judge of Gya had a narrow escape from the hand of an assasin. A nearly similar event happened at Burdwan. A correspondent writes:—

A very strange occurence took place last saturday in the Judge's Court at Burdwan. At abont half past three, when Mr. Field the Judge, was closely occupied in writing out the Judgment of an appeal, a dirty looking fellow, with rags on, having an unclean sheet all over his body, suddenly rushed in, through a side door, to the *ijlas* where Mr. Field was sitting, touched his right arm, and instantly turned his steps back to the door. All the persons present in the Court-the Judge, the Pleaders, the Amla, and the suitors-were astounded and awe-struck. Mr. Field instantly directed one of his attendant peons to catch hold of the fellow. It was accordingly done, and he was taken to where the Judge was sitting. The reason of all this being asked, he told, that he was a well-to-do person before, that he has now been reduced to poverty, and that being advised by some of his friends, that he would turn rich, if he could touch a *shaheb*, he came this day directly from his village Bangie in this District, to make an experiment of his friends' instructions. Mr. Field, not being able to mak out his object, sent for the Nazir of his court and desired him to make a search on his person. The fellow was accordingly carried to the Nazir's room, and on a close search being made, to our utter astonishment and surprise, a razor was found within his thread-belt, *i. e. ganjay*. Mr. Field was thunderstruck, when the result of the search was communicated to him. The razor and the culprit were produced before him. He questioned the man, what was the razor for, he replied that, if there had been any obstacles in the way of his touching a *saheb*, he would have committed suicide by the said weapon. His explanation appeared to be a fair one, but Mr. Field not being satisfied with it, sent for the Court Inspector and placed him in his custody. I shall let you know, in my next, if anything important turns out.

Aneye-witness

———ooo———

A BURDWAN FENUA CASE.—What is a Fenua case? We understand what is meant by a robbery case, a forgery case, a rape case; a Fenua case should also convey to the mind a distinct and clear idea. However, to avoid all possible mistakes we shall here define the character of such cases. There must be a row in a Fenua case, and a row between Europeans and natives. Then the Europeans must be the aggressors and carry fire arms. They must also shoot natives down. Then there must be cases and cross cases and the natives punished. When all these incidents occur in one single case, you can call it a Fenua case, without minding Murray, Webster, or Blackstone.

Now a Fenua case occurred at Burdwan lately and we give the particulars as we got them, promising a detailed account hereafter. There are indigo-planters in Burdwan, as they are to be found in almost every district of Bengal. As promoters of a great industry, they have our highest regard and sympathy, but they must avoid, by all means, to mingle in all sorts of Fenua cases. At Krishnaghur, in Burdwan, certain European planters had an indigo factory, and Roghu Ram Hazra had another at Pattrashar. The European planters had no land of their own, and to raise plants for them they had to make advances to the ryots. On the 19th July last, word was brought to them that, certain plants which were produced by cultivators, who had taken advances from them, were being carried to the Hajra's factory. On this, the European planters, as a matter of course, armed themselves with pis- the place, and followed by a crowd, went to seize but which[illegible]. A[illegible]at battle was the consequence, certain; [illegible] won, it is very difficult to asra's party[illegible]ain however that a man of Hajthe following [illegible]ounded with a pistol shot. On pective versi[illegible]y both parties, with their res-Sub-divisional [illegible] of the case, appeared before the Hajra's compl[illegible] Magistrate of Boodbood. The committed ri[illegible]ut was that the European planters ty Magistrate[illegible] with deadly weapons. The Deputo investigate[illegible] of Boodbood directed the police pened that th[illegible] the matter. Now it so hapman, and he [illegible]e Deputy Magistrate was a black a competent offi[illegible]had the further misfortune of being to pass, we do[illegible]cer in the service. But how it came Magistrate of[illegible] not know, certain it is, that the Superintendent[illegible] the district directed the District How the M[illegible] of Police to investigate the matter. the case is a m[illegible]agistrate came to know at all of it somehow or[illegible]ystery; however he came to know of interest in it.[illegible]other, and began to take a lively no other than t[illegible]The District Superintendent was once proceeded[illegible]e well-known Mr. Cockburn, who at pened that ther[illegible]to the spot. Now it again happter to accomm[illegible]e was no suitable place in that quarfore, no doubt[illegible]date Mr. Cockburn, and he there-was obliged to[illegible]much against his own inclination, he held an enq[illegible]ut up with the European planters and

At the sugg[illegible]ry from the veranda of the factory. trate withdrew[illegible]stion of Mr. Cockburn, the Magisman of Boodbo[illegible]the case from the files of the black the cases, inasm[illegible]d, who was competent to try both not "British-b[illegible]ch as the European planters were Joint Magistra[illegible]n subjects" and referred it to the Joint took a gr[illegible]. It must be admitted that the to the very bott[illegible]t deal of pains in sifting the matter were examined,[illegible], and a[illegible]arge number of witnesses nesses testified to[illegible]f these sixteen independent witbut they were [illegible]e innoc[illegible]ce of Raghooram Hazra, impossible to tell,[illegible]elieve[illegible]. On what grouud, it is being natives. B[illegible]t bo[illegible]t on the ground of their the *native* amlas,[illegible]he [illegible]lieved the testimony of two unanswerabl[illegible]he [illegible]ctory[illegible] this perhaps on [illegible]un[illegible]. Th[illegible]*tive* amalas of the factory had a European training, and secondly their evidence tallied with that of the Europeans. Natives are on a par with other natives in point of veracity, but if natives get a training under European masters, they certainly establish a superior claim for veracity over ordinary natives which a Joint Magistrate cannot overrule. But here the testimony of the trained amlas were corroborated by the Europeans themselves, and the matter could have thus been satisfactorily disposed of but there was yet a thorn on the side of the Joint Magistrate, in the testimony of the Civil Surgeon of Burdwan. This gentleman deposed on oath to the effect that the *wound which one of the Hazra's men shewed him was a shot wound.* The Joint however did not mind the thorn much at the time, and sentenced Roghoo Ram to six months' rigorous imprisonment. In his judgment, the chief difficulty that stood in the way of the Joint was the Doctor's testimony. He however manfully combatted it, and amongst other reasons urged that the doctor was a young officer of no experience, that he did not know the trickery of the natives, that he himself was biased, and that he is one, who at a moment's notice, can purjure himself. It is quite true that the Doctor is a young man and not well-versed in native trickeries and Anglo-Indian politics. Poor man he is much yet to learn.

The case was appealed and the judgment of the lower court upheld. The Judge thought it altogether a simple case but Raghoo Ram could not agree with him. The High Court was moved and Mr. Justice Jackson discharged him. He has now gone home an honorable man. He only finds himself short of rupees ten thousand. Mr. Justice Jackson honored the Report of Mr. Cockburn with the appellation "the report of a partizan." Neither did the High Court Judge neglect the Joint whose judgment was characterized as "the speech of an advocate." But what became of the case brought by the Hazra? The case has been simply forgotten by the District Superintendent, the Joint and the Mrgistrate. And Hazra's case is sleeping an endless sleep!

———ooo———

LORD LYTTON HAS SPOKEN OUT.—The Chancellor's speech at the university Convocation on Saturday afternoon, has a political aroma about it which is characteristic. We say political *aroma* advisedly, although we are aware that some would change it into political *miasma*. To the proofs of our position, we, therefore, turn.

It may be asked "what has the senate House to do with politics? What business has the Chancellor of the university to import politics into his convocation speech? "The common run of Anglo-Indian *thinkers*—if, indeed, such narrow thinkers are entitled to the name—gravely opine that politics is an inflammatory subject, with which Native students, nay, Natives generally, should not meddle under pain of ruin. This gratuitous invention has drawn many of our countrymen into its own ruinous vortex, and politics is divorced from education. The consequence is that political life is at a discount among those whom we would regard as the hope of our country. At any rate it is an atmosphere which is not congenial to what now happens to be the native turn of their minds. Looking at the thing from this view-point, we cannot forbear thanking Lord Lytton for his practical protest against the doctrine that would lay politics under a ban in the rising circle of the Native population.

Lord Lytton's initiatory political lecture to the young men of our university hits off the very fundamentals of political life. With a thrilling eloquence all his own, His Excellency said: "What do we not owe to the Eastern world? The benign beginnings of language and of literature, of religion and philosophy; the very structure of the speech we speak, and some of the subtlest conceptions, some of the noblest ideas, that speech is capable of expressing." This passage, we take it, conveys to young India the very first lesson in politics, "Look not *down upon*, but look *up to*, your country." Why is political life in India at its lowest ebb? The key to all indifference in relation to the political elevation of a country is the insidious reflection that there is nothing in the country, nothing of the country, to live for, to struggle for. We often strive to paint our country in its own bright colors, but the picture is unceremoniously set down to blind enthusiasm. The average Anglo-Indian religiously avoids all expression of obligation to our country, and trades in crying down the prestige for which we contend on its behalf. Lord Lytton however testifies to the fundamental prestige of our country, and will not our young men learn to look up to a country which has contributed to the greatness of England? The tables are indeed turned, but innate greatness must needs be abiding. It may lie dormant for a season but dormant everlastingly it shall not lie. The hope of our country have only to realize that the country is a great country, and they can but strive to perpetuate that greatness.

Lord Lytton further said: "Trust yourselves; and trust those opportunities of usefulness which Providence never denies to the man who seriously seeks them. * * * Commerce, Science, Literature, and Art await your help and recognition of their needs. Do not trust exclusively to government for your career." Here we [illegible] the second lesson in politics. Once you learn to look up to your country, you can not but be jealous of the greatness of your country. But the questio[illegible]ices, how is a great c[illegible] conserve its gr[illegible] to accelerate its

Not by exoteric, but by esoteric, means and appliances. We may talk ever so much of intercourse with foreign parts, of the co-operation of foreign nations, but it is a simple truth that greatness was never imported, nor ever shall be. The resources must be native, the men to work out the resources, must be native. Not that we should despise foreign help, but that we should not trust to such help. Is it to be expected that a foreign people should look up to your country, as you would? Is it to be expected that they should work out the resources of your country for your country, as you would? We hear now a days of Cram in educational circles. Well, crammed greatness is all that you may expect, at the best from a foreign people, but for genuine greatness, rooted in the soil, you must trust to yourselves. Hence the second lesson in politics, "Look not *down upon* but look *up to,* yourselves." If you go away with the idea that you have no worth of your own, that you have no legs of your own to stand upon, you will naturally lean upon others, and thus you may grow, and your country may grow as well but it is all a stinted growth, and down you and your country must tumble, when once the crutches are removed.

Lord Lytton administered yet a third lesson in politics, when he said: "The average native intellect needs development on the positive and practical side." We have already referred to the reign of King Cram. Well, one effect of that reign has been that we are cramful of red-tapism, of speculative technicalities, in short, of everything that might help us with an air of wisdom to put off work, which indeed we have learnt to dread quite as much as the hydrophobist dreads water. Workphobia is our bane, and, no doubt, it is traceable to a regime under which we might think and talk ever so much, but our hands are tied up. The consequence is inevitable. Hands tied up for a length of time, forget to work. Indeed, the tendency of the regime seems to be to tie up our tongues as well, for speech involves bodily action, and may develop, however slowly, the capacity for work. We may think ever so much, but the world is none the better, none the worse for it, if say-nothingism, do-nothingism must needs be our portion. We are thankful, therefore, that Lord Lytton, shaking off the trammels on activity which the average Anglo-Indian would fain impose, enforces the need for positive, practical work. Thus does Lord Lytton teach the third lesson in politics, "Live as looking up to your country and to yourselves."

So much for the political lessons conveyed to the people. We hasten to point out Lord Lytton's cheering exposition of the Government of Indian politics of the day. We are gratified to notice the recognition in the speech of Native Public Opinion as a reality not to be ignored. Every body knows what nauseating platitudes are ever and anon retailed by the average Anglo-Indian in relation to the utterances of the Native Press. It is to him a thorn in the flesh that a Native Press exists, and has a tongue, and he would give anything, to see it swept out of existence, or at least to see its tongue tied, so that he may safely play the little tyrant in his own circle. The Press exists, and has a voice, and exerts that voice to his infinite mortification, and as his last forlorn hope, he seeks to gain a currency for the opinion that the utterances of the Native Press are too despicable to deserve notice. They should be simply laughed away, not seriously considered. The twig is certainly much further gone than the trunk. For Lord Lytton administers to the average Anglo-Indian a scathing rebuke when, in the course of his speech, he seriously enters into the criticisms of the Native Press on the Famine Policy of Government, and on the backwardness of Government to redeem its pledge to the Natives of the country in relation to their admission to the Civil Service. Those criticisms, His Excellency would not ignore or shrink; nay, he is glad that an opportunity was afforded him to explain his views, views, which he thinks, have been misunderstood. Into the merits of the controversy, we would not enter here, but the fact is noticeable that Lord Lytton condescends to deal with those criticisms as they deserve to be dealt with. It is a hopeful sign, and we would take it as the harbinger of a new era for the prestige of Native Public Opinion. No more crying in th wilderness, if Anglo-Indians would be true to their chief.

Lord Lytton's observations on the question of the Government pledge to the Natives of the country, are as significant as they are candid. Having studied somewhat closely the characters of Prince Bismark, Prince Gortschoff, and General Ignatief, we have learnt to hesitate before we allow ourselves to be taken in by a candid deliverance. Candour is the forte of the deplomatist, the stronghold of diplomacy. That diplomacy might take, it is needful that the diplomatist should insinuate himself into the confidence of his would-be victims. And candour on the one part, induces security on the other part. But we have no such misgivings in relation to Lord Lytton's deliverance. Lord Lytton has once for all cast overboard the stereotyped platitude everlastingly advanced by the average Anglo-Indian, whenever the question of the admission of Natives into the Civil Service is upon the tapis, that Natives are not morally qualified for the posts to which they aspire. That is not the ground Lord Lytton now takes up. Lord Lytton [illegible] and frankly admits that "natives are well qualified to occupy" those posts; that "the crown and the Parliament of England" have "spontaneously given" and "repeatedly reaffirmed" to them a pledge to admit them to those posts; that the charge of a "tardy and imperfect redemption" of the pledge lies at the door of Government; that the natives of India have cause to complain of the length of time during which the pledge has been inadequately redeemed. Lord Lytton pleads, however, that the real cause of the tardy and imperfect redemption of the pledge, is its incompatibility with another pledge, *viz.,* that given to the Convenanted Service, the fact that justice to the native community would be injustice to the Covenanted Service. It is not our intention to enter into the merits of this plea now. But we cannot help congratulating ourselves on the admission that if Natives are not awarded what they aspire to, it is not on account of any disqualification on their part, but that the difficulty is all on the side of Government. This is honest, and we hope we have heard the last of those platitudes about moral incapacity flung at us by those who have not the courage to speak out the truth, though it be to their own hurt.

—ooo—

THE POSITIVE AND PRACTICAL SIDE OF THE ENGLISH MIND AS EXEMPLIFIED IN THE PRESENT RELIEF OPERATIONS.—In spite of the charge brought against the Hindoo mind by Lord Lytton, that it is more imaginative and sympathetic than practical in its nature, we must say that the Government is shewing too much of the practical side of its intellect, in its relief operations, for the sympathetic mind of the Hindoo. Frankly speaking, the action of the Government in the matter of the famine is creating something like a feeling of horror amongst the people of India. A Greek philosopher argues most ably and we think conclusively that the best thing what a man can do with dead bodies is to eat them up. For, argues he, dead bodies are eaten up by worms; so if you don't eat them, others less noble will do it. It is therefore not only more economical but respectful to eat the bodies yourselves than to have the worms feed upon them. Here was a practical philosopher indeed, but yet foolish and prejudiced men will be always little or less controlled by other influences not recognized by the positive philosophers of Europe.

Now let us see what would be the result of the application of this philosophy upon the wide-spread distress in the South of India. It might be very reasonably urged that the land is already over-burdened with population and the good of the many requires the death of the few. If nature is to be our model in our actions, it is necessary that the stronger should sacrifice the weak for the public good. The Madras famine is the result of the operation of the laws of nature; there was no help for it, it was the effect of immutable laws over which humanity has no control, and if humanity ever tries to control them, the consequence becomes worse. The highest morality of man is to be loyal to the laws of nature, to aid rather than to oppose them; and practical philosophy will teach you to lessen the sufferings of the starving by taking away the food that they yet have; and not to prolong the sufferings of those who have very little hopes of living, and who, even if they live, can be of very little service to society, by depriving the strong from their full meal. This is what practical philosophy would teach us.

We do not at all mean [illegible] The Government has taken this view [illegible] reached that culmination of the West has no doubt of it that minating point. But yet the [illegible] n the distressed the relief operations now carr[illegible] of Western cividistricts bear unmistakeable evid[illegible] It was told by lization and practical philosophy [illegible] money, but then Government at first that there was n[illegible] of the previous there was subsequent modification at though the Goexpression. It was then told th[illegible] it would never alvernment was short of cash yet [illegible] suffering, but as low the loss of lives and extrem[illegible] inconveniently frefamines were becoming rather [illegible]nity of discovering quent it would take this opport[illegible] number with the the secret of feeding the largest policy was calcusmallest possible expence. This [illegible]n. Waste of publated to give universal satisfactio[illegible] to none except to lic money can give satisfaction by it. What Asiathose who are directly benefited protection of lives; tic sympathy demanded was the European practi and that was guaranteed. Wha[illegible]n as adequate recal philosophy demanded was a[illegible]le. Both these deturn for the money spent as possi[illegible]was thus a chemical mands were satisfied and there [illegible]tion with Western amalgamation of Eastern imagi[illegible]peful when a diffireality. Matters were thus very [illegible]rfect in conception, culty arose. The scheme, so [illegible]estern men with the was placed in the hands of W[illegible]he tender compound viewof its being carried out. [illegible] placed, in the hands of sympathy and fact, was, th[illegible]f it were placed in of stern matter-of fact-men. [illegible]he probability is the the hands of Eastern men, [illegible]uld be neglected, and sterner side of its character [illegible]eloped. In the hands the sympathatic side only d[illegible]urally therefore, the of practical philosophers, n[illegible]d and the sterner side sympathatic side was negle[illegible] In short they all forreceived all the developme[illegible]ives and devoted all got about the protection [illegible]ent of economy. their energies to the advan[illegible]e European was highly

The sci[illegible]c intellect [illegible]

excited, and there was a close competition a[illegible] them as to who would be the discoverer of th[illegible] scientific secret, the secret of keeping al[illegible] largest number with the smallest possibl[illegible] Scientific men are naturally regardless o[illegible] diate effect of their experiments. To[illegible] covery of a truth is of a greater mome[illegible] sacrifice of a feeling. If medical men we[illegible] cruel, the science of medicine could never have made such progress as it has done. Statesmen are very like medical men with this difference that while medical men have control over the lives of inferior beings, the statesmen have over their own species The one experiment with bats and dogs, the other with human beings. Peter the Great kept seamen upon salt water with a view to ascertain whether human beings can live upon it. Unfortunately the experiment failed, that is to say, all the seamen died, but if he had succeded what a great blessing it would be to the world. What a blessing it would be to India if the exact line between cruelty and extravagance could be determined. Where a little mistake, a mistake inappreciable in an unscientific eye, may cause the loss of either thousands of pounds or thousands of lives, the importance of the determination of the precise point can be easily imagined.

Then, is not India, emphatically a field for experiment? It is neither expedient, nor safe to carry on all sorts of experiments in every part of the the world. The other day, the Honorable Mr. Hope said, that the system of trial by jury was not suiting England. Of course this the Honorable gentleman said because he was at a safe distance from that country, for there, it would not be neither safe nor prudent [illegible]o has a character to maintain, to make such an as[illegible]on. So he means to experiment here whether [illegible] abolition of the system would be tolerated and [illegible]at would be the effect of such an abolition at all. Sir Stephen came with a great idea; the idea received a Western, that is, to say, a practical or positive shape in the Criminal Procedure Code and the local Governments of the Empire are experimenting with the liberties of the subject. From the liberty to the life is but one step, and if the Magistrates are engaged in experimenting with the liberty of the subject, the relief givers in Madras are exprimenting like Peter the Great, with lives. We cannot furnish our readers with the *modus operendi* of these experiments though we can pretty accurately supply them with the result. We can however make a guess and as Asiatics we can give a free vent to our imagination.

The question before these famine philosophers was, when deprived of all its learned verbiage, what was the smallest quantity of food that would sustain life? This question necessiatated the solution of other intricate questions. Whether what we ordinarily call food was at all necessary for the sustenance of life? Was not pure and dry air and wholesome water quite sufficient for the purpose? Was not pure air alone quite sufficient? [N. B. The question was suggested because water was getting scarce.] Whether by any process human beings can be kept alive without food? How long can a human being sustain life without food? These and other questions naturally suggested themselves to those in charge of the f[illegible] mine. It was pretty generally believed no doub[illegible] that some sort of food was necessary to su[illegible] life, but the fact was never scientifically estab[illegible] ed and a mere belief has no place in the eti[illegible] of science. Relief circles were therefore opene[illegible] to conduct experiments *in a large scale.* The first step was to leave the objects of experiment to themselves subject to a natural treatment, that is, to the treatment of nature, and to watch and record the result with care. The patients gradually wasted away, (and this fact was recorded with great care) and at last all of them died. To ordinary minds this result would appear quite conclusive, but then some of the keen investigators were not at all satisfied with it. They wanted to make a second trial; first on the ground that it would be quite unscientific to found a theory upon a single experiment, and second it was quite uncertain whether the deaths resulted from want of food or cholera. Some of them had all the symptoms of cholera and it was difficult, on the face of it, to ascertain of what they actually died.

A second experiment was tried and precisely with the same result. There was no help for it, the conclusion was inevitable, and the gentlemen in charge of the experiment were of opinion that if human beings were left to themselves without food, they would cease to live after some days, the number of days being uncertain. This was a great point ascertained and we owe it to the Madras famine and Lord Lytton's Government. The next step was to ascertain whether wholesome water and pure air were sufficient, without any ordinary food to keep a man alive. It was argued with great force that the air and the water contained almost all the elements that compose the human body. The human body is principally composed of oxygen, nitrogen, and carbo[illegible] The air is likewise composed of the first with a trace of the latter. All that was necessary after the human subject has been gorged with air and water was to supply him with some carbon which is not found in sufficient quantities in those two elements. But

even if that was necessary, carbon was abundant in Madras, and the subjects can be fed upon it without almost any cost to Government.

Others are deeply engaged in solving the difficult question of the number of days that a subject can be kept *safely* without food. While there were some who died within the course of three or four days, others struggled for ten or twelve days. It was thought sheer extravagance to give food to a man before he had arrived at the starving point. As for extreme suffering the patients cease to suffer as soon as the first hangs of huuger are ever!

Lord Lytton's Government has thus established the great fact that people die if not supplied with food! Lord Lytton's Government have experimented with the lives of human beings in the largest scale that ever was done by a potentate. But we have enough of the display of the practical side of the Western character. Let us now have something of sympathy. If any experiment was necessary the investigator should have first of all, like Hanheman, experimented upon them and their own persons. If we have written bitterly we cannot help it. Lord Lytton, so good and generous, has allowed himself to be victimized by a policy which the state of the finances and the Home authorities forced upon him. We will simply remind his Lordship that he pledged before God and man that *no man no woman*, and *no child* shall *die of starvation*. And now let him ponder and satisfy his own soul whether that pledge has been fulfilled, and whether a mania for economy has not been the cause of a large number of deaths.

SCRAPS AND COMMENTS.

The Sultan's toothache is said to have got better immediately after the departure of the Marquis of Salisbury.

There are 836 journals and periodicals published in Paris, of this number fifty-one are published daily and are exclusively devoted to politics.

Cremation is done for. A chemist has discovered a process by which the human body may be reduced to a delightful perfume at a ridiculously small cost, and in an inconceivably short space of time.

A private letter to the *World*, from Constantinople, dated January 21st, makes some further disclosures regarding the conduct of Lord and Lady Salisburyi n Turkey :—

There never was a more complete *fiasco*, and I fear it is entirely due to the want of tact of our Special Envoy and his better-help. They openly threw themselves into the arms of Ignatieff, and proclaimed their hatred of the Turks. Of course Ignatieff made use of them, and pushing Lord Salisbury forward whenever anything disagreeable had to be done, soon made England more hated than Russia. In a few weeks all our inflence with the Turks was completely gone, and it seems to me that our policy has become chaotic. Lord Salisbury first tried to bully the Sultan but the latter behaved with great dignity. and has shown much moderation. When it was certain that the Conference would miscarry, the Sultain, through Hobart, proposed a private interview with Lord Salisbury in order still to try and arrange matters, and I hear that he was prepared to make concessions. Lord Salisbury only sent his secretary, and after this all hope was over ; for it was looked upon as a studied insult. Lady Salisbury has shown still less tact and more violence. Colonel Valentine Bnker has refused to take service in the Turkish army until the attitude of England is known.

The London correspondent of the *Times of India* thus describes the state of Turkey after Midhat Pasha's fall :—

The fall of Midhat Pasha created a profound sensation here. At first the general impression was, even among the warmest friends of Turkey, that it was "all up with" the Ottoman Empire : that in thus deliberately throwing over her ablest and most sagacious minister at so momentous a crisis, she was simply signing her own death-warrant and rushing blindly upon destruction. It is impossible to convey to you any idea of the deep and painful feeling of regret and disappointment which the news caused. It looked so like a wanton casting away of the last hope of Turkey's renovation. For we had come to believe in Midhat Pasha as the hope and salvation of the Porte--as a wise, firm and honest statesman, with the power and the will to carry into execution the provisions of the Constitution which he had been mainly instrumental in calling into being. There was, of course, a panic on the Stock Exchange, and Turkish securities fell rapidly, but they have since rallied again, and are once more pretty steady, pending the explanations and revelations which the Government may be in a position to make. The Turkish official solution of the mystery of Midhat Pasha's sudden collapse is very plausible, and bears on the face of it such a probable appearance, that it has greatly reassured those who were at first inclined to despair of the prospects of Turkey. The alleged conspiracy was not wholy out of keeping with the known character of Midhat Pasha, a bold, resolute man full of resources, though believed here to be honest and to be attached personally to the Sultan, whom he had been principally instrumental in raising to the throne. We do not, however, place any belief in the story of the conspiracy. It can be neither more or less than a trumped-up charge, and the real reason for the Grand Vizior's fall is jealousy on the part of Sultan of his power and influence, a jealousy easily fanned by the political enemies of Midhat Pasha, whom he had not taken sufficient care to keep from access to his master. The announcement of the Sutău's determination to carry out in their entirety the provisions of the Constitution has had a soothing effect upon public feeling here. To tell the truth, we are almost as fickle in our opinions as the Turks themselves, and in another week I expect we shall be putting as much faith in Edhem Pasha as a week since we reposed in Midhat Pasha. Edhem has plenty of vigour about him, and if he applies it to the carrying out of the Constitution, I don,t know that we shall have much reason to regret the fall of Midhat.

We take the following account of the republic of Liberia from the Stateman's Year Book. The reader is aware that this republic was founded by some liberated American negros :—

The settlement of Liberia, founded in 1822, was, on August 24, 1847, proclaimed a free and independent state, as the Republic of Liberia. The state was first acknowledgəd by England, afterwards by France, Belgium, Prussia, Brazil, Denmrrk, and Portugal, and, in 1861, by the United States. The republic has about 600 miles of coast line, and extends back 100 miles on an average, but with the probability of vast extension into the interior. Provisionally, the river Shebar has been adopted as north-western, and the San Pedro as eastern frontier. It was the chief aim of the founders of the republic to purchase the line of seacoast, so as to connect the differənt settlements under one government, and to exclude the slave trade, which formerly was most extensively carried on at Cape Mesurado, Tradetown, Little Bassa, Digby, New Sesters, Gallinas, and other places at present within the republic. The town of Monrovia, at the mouth of the river Mesurado, and near the foot of Cape Mesurado, was selected in 1822 as capital of the state, and seat of the government.

The public revenue of the republic in the year 1875 was estimated to a mount to 21,500*l*., and the expenditure to 23,100*l*. The principal part of the revenue is derived from customs' duties, while the expenditure embarrcechiefly the cost of the general administration. The total population is estimated to number 720,000, all of the African race, and of which number 19,000 are Americo-Liberians, and the remaining 701,000 aboriginal inhabitants. Monrovia, the capital, has an estimated population of 13,000.

The constitution of the republic of Liberia is on the model of that of the United States of Amərica :—

The executive is vested in a president and a non-active vice-president, and the legislative power is exercised by a parliament of two houses, called the Senate and the House of Representatives. The president and vice-president are elected for two years ; the House of Representatives also for two years, and the senate for four years. There are 13 members of the Lower House, and 8 of the Upper House ; each county sending 2 members to the senate. It is provided that, on the increase of the population, each 10,000 persons will be entitled to an additional representative. Both the president and the vice-president must be thirty-five years of age, and have real property to the value of 600 dollars, or 120*l*. In case of the absence or death of the president, his post is filled by the vice-president. The latter is also President of the Senăte, which, in addition to being one of the branches of the legislature, is a Council for the President of the Republic, he being required to submit treaties and appointments for ratification.

President of Liberia.—James Sprigg *Payne*, assumed office June 3, 1876.

The President may be re-elected any number of times. The President is assisted in his executive function by four ministers, the Secretary of State, the Secretary of the Treasury, the Attorney-General and the Postmaster-General.

For political and judicial purposes, there public is divided into states, or counties, which are subdivided into townships.

The States four in number, are called Montserrado, Graud Bassa, Sinoe, and Maryland. The townships are commonly about eight miles in extent. Each town is a corporation, its affairs being managed by officers chosen by the inhabitants. Courts of monthly and quarter sessions are held in each county. The civil business of the county is administered by four superintendents appointed by the president with the advice and consent of the senate.

The following special telegram has been received by the *Statesman* from Lahore. dated March 11 :—

At a great State Durbar held by the Amir, the opinions expressed preponderated in favor of a trimming police between England and Russia. One man warned the Amir against the Russians as parfidious and overreaching, but the Amir said he could decide on nothing till the return of Nur Mahomed Shah.

A correspondent of the *Pall Mall Gazette* writes very bitterly about Lord Lytton. Here is what he says:—"

We know on good authority that Lord Lytton, by totally ignoring the presence of his own countrymen, and slighting them openly, on more than one occasion, during the Delhi Assemblage, has done all in his power to alienate and annoy both the military and civil services, to whom India owes so much, and whose labors have always been cordially acknowledged by Lord Lÿtton's able predecessors, with perhaps one exception. His wilful and determined disregard of the European officials' presence at his entertainments his almost cringing manner to the Native gentlemen, are as much a cause of contemptuous mirth to the latter as they are of disgust to the former, fresh from the recollection of Lord Northbrook's kindly but uuswerving dignity to all alike, and Lord Mayo's more genial courtesy, which yet never degenerated into any thing approaching familiarity.

Surely, says the *Bombay Gazette*, this is unjust to Lord Lytton, who was quite as courteous to Europeans, so far as we could observe, as he was to Natives.

Americans generally pride themselves—and that with good cause—in being a go-ahead people. Difficulties almost insurmountable to ordinary mortals are by them easily overcome. Everything with them is on a gigantic scale; their projects are grand, and their failures are also consequently great. They are equal to every occasion. Two schemes have lately been started across the Atlantic. Some persons have purchased Mansfield Island on Lake Erie, and are going to stock it with wild cats, and kill their progeny for fur. The other case is in Georgia, where an extensive business is done in raising dogs, tanning their hides, and selling them for glove making purposes. The next company started will, we believe, be one for the purchase of, "niggers," who are to be employed in grinning in front of gum trees, so that the bark may fall off, and be utilised.

According to the *Times'* usually well-informed Berlin correspondent, the fall of Midhat Pasha was occasioned by his refusal to conclude peace with Servia unless guarantees were given for the pacific intention of Prince Milan. It being likely that this policy would lead to a resumption of hostilities in three weeks—an event Midhat Pasha would have prefered to the maintenance for an indefinite time of the present expensive armaments—the Sultan was induced by the Old Court party to supersede his determined Premier.

The *Statesman* publishes the following telegram from its correspondont at Madras :—

Madras, March 7.

Just returned from Red Hills. Relief camp is admirably managed, but awful state of things exists beyond. Unknown to local papers and to public, people have been dying of starvation ever since November. Dead bodies are picked up evəry day on road and in fields over within two miles of Camp. One hundred and fourteen were found in February, and nineteen this week. I saw two adult corpses brought in to-day. Very large majority are children, whom their starving parents secret rather than have them in hospital. The parents come to camp for food every day and then disappear. The vigilence of the camp officers causes many to be brought in alive, and these die in hospital. Such deaths are from six to ten daily. All this in vicinity of camp. Same thing must be going on all the way to Nellore whence most of the people come. Dogs and jackals probably devour mauy bodies. I shall enquire to-morrow at Secretariat what Government knows about famine in Nellore, then go there myself.

The *Civil* and *Military Gazette* says that since the report of warlike preparations of our Government against the Afridis at Kohat, &c, has reached the Amir, he has been roused from his lethargy and induced to make better arrangements on the frontiers. A *jehad* has been declared in Cabul, and a force of 16,000 men has been collected, the purport of which has not yet transpired. The Akhund of Swat also encourages people to set afoot a *jehad*, but for what precise object, is not yet knewn.

It is stated in the Lahore Paper that Syud Nur Muhammad Shah, Prime Minister of Amir Sher Ali Khan of Cabul, has come to Peshawur to discourse with the British Government on three important points, *viz* ;—

1. For payment of the subsidy due by the British Government for back period.
2. For making better arrangements on the frontiers of Cabul.
3. For consultation with respect to the Russian encroachments.

The Prime Minister has proposed these things to the Brtish Government, but no reply has yet been received. The Amir however, is pressing him to get a reply soon.

Apropos of the vacancy in the Calcutta High Court, an over-worked press-man in the *Indian Daily News* has made some cruel calculations, According to the rules in force a Judge of the High Court draws full pay and allowances for four years, out of which he will have one year, eight months, and twenty-two days of idleness. These are made up of privilege leave, 4 months ; Doorga Pooja vacations, 7 months 22 days : other gazetted holidays, 4 months ; and Sundays during the nine working months of 4 years, 5 months. In Bombay the holidays are differently made up, but more numerous. Though privilege leave is supposed to be spent in India, it can be accumulated for three years, added on to the Pooja vacation, and, thus becoming 5 months, can be comfortably spent in Europe by the High Court Judge who starts from Bombay under the title of "a friend" or "a gentleman." At the end of four years a Judge is entitled to a year's furlough on a salary of Rs. 1,000. Thus out of five year's service he has a holiday of two years and nine months, or rather more than half!

The *Statesman* understands that an attempt will shortly be made to introduce electric light into this country, and, if it succeeds, it is likely to take the place of gas, or other means at present adopted for lighting barracks, railway stations, &c. The idea, it is believed came from General Strachey, and an experiment of the new method will first be made on the Allahabad railway platform.

The story of Midhat Posha's fall has been told by Midhat himself to a correspondent of the *Daily Telegraph*. The late Grand Vizier has made it plain that he was implicated in no plot against the Sultan ; that he had incurred the hatred of the Court party, composed of parasites living on the Sultan, who dreading his drastic and economic reforms, stirred up the harem jealousy against him, that his dissmissal had been decided upon some little time before he was summoned by the Sultan and accused ; and that the "compromising documents" were merely trumped-up reports of the conversation ... some Midhat Pash's friends overheard by policemen in cases.

The ranks of the Bar have received a novel addition in the person of a Heathen Chinee. Mr. Ng-Choy, who has just been called to the Bar of Lincoln's Inn, is the first Chinese gentleman who has earned this distinction. He was formerly interpreter in Hong Kong, but had left his post in the Far East in order to study English law ; and having successfully passed the necessary examinations, has now returned to China.

The memorial which the inhabitants of Delhi have submitted to the Viceroy on the subject of their College appears to be an able production. We hope His Excellency will be so pleased as to resuscitate this noble and time-honored institution, the abolition of which has dealt a severe blow to the cause of higher education in the Punjab.

It is proposed to start from Chinsura a weekly newspaper in the English language to be called the *Empire.* The first number, we learn from the prospectus before us, will be published on the 4th of May next.

The Calcutta correspondent of the *Lucknow Witness* thus speaks of Babu Kalicharan Bannerjee ;—

Professor Banerjea is a young man, of good address, clear views, and apparently strong convictions. He is, perhaps, the leading man among the Bengalee Christians, although a few quite surpass him in scholarship, and others in one or more respects, but all due allowances being made, Mr. Banerjea seems to be nearer the position of a leader than any other single individual in the Bengalee Christian Community.

And he is perhaps the best orator that we have got on this side of India.

The *Indian Mirror* thus censures the *Hindoo Patriot* for its assertion that the princely honors showered upon the Moharajah of Burdwan have given mortal offence to the Native princes :—

We wonder where our contemporary may have got this piece of information. For it was not at Delhi, to be sure, that this dissatisfaction expressed itself in any shape. From what we ourselves heard there on the occasion, the general feeling was rather in favor of than against the Maharajah of Burdwan. Nor has the dissatisfaction been given vent to by the Native Princes themselves after the Aassemblage was over. What Native Princes does our contemporary mean ? Is it Scindia, or Holkar, or Cashmere, or Joypore, or which is it that has been so mortally offended ? The fact is, we are afraid, that the *Patriot* has evolved all this discontent and vexation out of the inner depths of his consciousness. Even supposing that the dissatisfaction is felt, which we take leave to doubt, nay most stoutly deny, what is the ground assigned for this undignified attitude ? The Native Chiefs and Princes, we are told, " consider themselves to be lowered in their own estimation as well as in that of their people by being dragged down to the leve of private Zemindars in the British territory." The reason must be extremely frivolous. For in that case every Duke and Marquis have good grounds to be dissatisfied whenever a Commoner of the middle classes is honored by Her Majesty with a seat in the house of Lords. The Native Princes are too well established in their position and too well satisfied of their dignity to think of a new-comer in their midst with jealousy. As for the feeling of the Zemindars our advice to them is to work and win the spurs themselves. Let them deserve similar honors, and this feeling of vexation of which our contemporary speaks, will disappear under the healthy influences of time. We have to mention the creation of Rajah Jotindro Mohun Tagore into a Maharajah as a case in point. Surely the *Hindu Patriot* does not mean to say that the honor bestowed upon him has given " mortal offence" to the Maharajahs.

The *National Paper* attributes the *Hindoo Patriot's* petty feeling for the Moharajah of Burdwan to an old grudge :—

We thought that the old score of the *Hindoo Patriot* with His Highness the Maharajah of Burdwan arising from the circumstance of the non-acceptance of a bearing letter addressed to him by the British Indian Association had been settled. But no. The *Hindoo Patriot* still cherishes secret wrath against him. While the whole Hindoo community is glad at the princely reception of the Maharajah at the Government House as is sufficiently testified by the cordial greeting offered to him by many distinguished gentlemen of Calcutta, at the house of Baboo Bhuggobutty Churn Mullick, the equanimity of the *Hindoo Patriot* is disturbed by the same. The *Htndoo Patriot* fears the Native Princes and Chiefs might consider their position lowered by such reception. It is an idle fear. If it had any ground to stand upon, the creation of a host of Maharajahs in Bengal would have given rise to greater anger in their minds.

The following extract from the last famine despatch from the Government of India to the India Office, is suggestive of the changes that are impending in Mysore :—

" We have already drawn your Lordship's attention to Mr. Bernard's Memorandum on the Kolar District, which is administered by a Native Deputy Commissioner, B. Krishna Iyengar. All that is stated in this Memorandum appears to us to reflect very great credit on the Deputy Commissioner, whose humane, but careful and discriminating management of the famine in his district is most praiseworthy. Krisna Iyengar is the only Native who has yet risen to the responsible post of Deputy Commissioner. He is evidently an efficient and useful officer, and with reference to the approaching transfer of the province to the direct management of the Maharajah, we regard the success of this Native officials as very satisfactory.

It is asserted, says the *Civil and Military Gazette,* that the Shah of Persia has declared his sympathy with Turkey against Russian encroachment :—

A courier from Persia now at Peshawur states the following grounds for a Persian alliance with the Porte. That on the Shah's recent visit to Europe he was coldly received by the Sultan, and on seeking an explanation of the apparent neglect of one Mahomedan Sovereign by another, he was reproached by the Sultan for assisting Russia, the enemy of Islam. Thereupon the Shah protested that, though of different sects, he, as a true Mahomedan, had the welfare of all [illegible]owers of the Prophet at heart, and that he would never render [illegible] assistance to their common enemy.

A reconciliation was thus effected, and, in the event of war between Russia and Turkey, it is understood that the Shah is pledged to ally himself with the latter.

There is a report at [illegible]ahore that the Russians are concentrating men and supplies at [illegible]harjui and thus threatening Merv.

It is said that the Rothschilds now own three quarters of the *Times,* having purchased it chiefly for the purpose of influencing the money market. The *Times* has not the same power now which it [illegible] [illegible]w years ago.

The famine in Madras is making demons of humanity. A correspondent informs the *Bangalore Examiner* that a Native woman, a few days ago, actually began starving her husband, who was paralysed, because she thought him too great a burden on her in these days of scarcity. Information of the above somehow reached the Police, who after inquiring into the circumstances and finding that the man was quite helpless, applied to the authorities at the relief kitchen for a measure of rice to be sent to him daily which was granted.

In the interesting course of lectures on astronomy which Mr. R. A. Proctor has been delivering in the theatre of the Society of Arts, for the special benefit of young persons, a recent subject was " Meteors, Comets, and Stars." In speaking of meteors.

He developed at some length the thought, which will strike many as a novelty, that the earth is, has always been, and so long as it shall exist as a part of our cosmical system must ever continue to be growing in size. Meteors are bodies, composed of extraterrene matter, which travel in vast belts and in highly eccentric orbits round the sun. These belts, or systems of meteors, are very numerous, and when their orbits interest that of the earth they are brought within the influence of its gravitation, and on entering our atmosphere become luminions and full to the surface of our planet in those periodical showers of shooting stars which are so well known. Not a night pases in which some falling stars are not seen and in certain months and on particular nights the golden rain is incessant. Of course, too, meteors fall in the daytime, although unseen. It is computed, said the lecturer, that hundreds of thousands of these extra-terrene bodies become incorporated with the earth every twenty-four hours, and 400,000,000 in the course of each year. They may vary in weight between a few grains and a ton. One is known to have fallen in South America which weighed 15 tons. Yet these small accretions to the earth's matter would take many millions of years to add a single foot to its diameter. It had been shown that one of these meteoric systems followed in the track of a small telescopic comet, although not to be confounded with its tail, and it was now the general opinion of astronomers that all these belts of meteors were similarly related to comets.

The *Whitehall Review* has the following on the subject of the rumoured resignation of Lord Lytton :—

It is now, I believe, pretty certain that Lord Lytton will resign the post of Viceroy and return to England before the end of the year. The reason alleged for his retirement will be ill health, but the truth is that he cannot get on with the Supreme Council. Like his predecessors Lord Northbrook, Lord Mayo, and almost every other British statesman who has gone to India, Lord Lytton finds that even the most trival matters, which in England would be settled by five minutes conversation, take months and even years to arrange. However trivial or howover important a question may be (from the shape of a sepoy's boot to the Government of a province), nothing apparently can be done without follios upon folios of minutes being written and spoken on the subject. As a matter of course, this hinders the performance of really important business, for Members of Council and other officials are never so happy as when airing their sentences in a lengthy and prosy minute. Lord Lytton has not been accustomed to this sort of work, and as he is unable to induce the Anglo-Indian authorities to give up this most absurd habit, he is determined to retire from a position which he cannot hold with credit to himself so long as others are pulling in a different direction.

A telegram from Lahore to the *Statesman* says :— "The Russians, it is reported, are concentrating to attack Merv. Shahjehan Turkomans are fortifying Merv, and have twenty thousand men to oppose the Russians with another brigade which has arrived at Kurrum. The Governor reports to the Amir that he is now in a condition to meet any contingency which may arise.

The Cabul news writer of the *Civil and Military Gazette* says :—

His Highness the Amir seems to be unusually engaged in his State matters. He often sits alone in his 'diwan khana' and seems to be deeply absorbed by some question or other. The courtiers, too, are present in Durbar day and night. It is said that His Highness is greatly disturbed by the English having gained a footing at Khelat, and this is the question which occupies him most in these days. The Russian envoy at Cabul has not attended the Court for a few days. He has not been publicly forbidden to come to the Durbar, but he is not in these days treated by His Highness with that civility and respect, with which he was originally received. Some people say that the Amir has dismissed him and that he is only waiting for further orders from home, while others say that no reply is to be given to him, till the return of Mir Ahmed Shah, from Peshawur. It is difficult to decide which of the two opinions is right, but there must be some reason for His Highness treating the Russian Envoy so slightingly.

The famine prevailing in French India, and the means taken to alleviate it, by the Pondicherry Government, have been made the subject of discussion in the legislative chamber at Versailles. The Minister of agriculture and commerce introduced the discussion, and stated that 260,000 francs will be required, besides an extraordinary grant of 100,000 francs, to the Pondicherry Government. M. Raul, Duval, Marshal, MacMahon, M. Waddington, Minister of Public Instruction, and other members of the legislative assembly, took part in the discussion. Four hundred and sixty-seven members were present and they unanimously voted the grant of 100,000 francs, for the relief of the distress prevailing in French India. What a comment upon the human famine policy of the British India Government !

It is reported that the Amir of Cabul is every day despatching fresh troops to his Frontier towns, for the express purpose of enabling the governors to keep a better watch on their territories.

The Amir of Cabul has requested the ruler of Swat to send his eldest son to Cabul, for the purpose of assisting His Highness in collecting forces.

The *Pall Mall Gazette* of the 16th of February publishes the following special telegram from Berlin of the same date :—

" It is stated that the confidential negotiations between the Powers with respect to the reply to be given to Prince Gortschakoff's recent circular have been brought to a conclusion, and it is expected that the replies will be sent in the course of the next week.

The Powers have agreed that, although their answers will not be identical in terms, they shall be similar in sense. They will decline to take part in any measures of coercion directed against the Porte. The Powers also decline constituting Russia their *mandataire* ; but some of of them appear to have intimated their willingness to observe a 'benevolent neutrality' so long as Russia makes good her assurances to pursue no selfish ends, to leave the territorial arrangements of the Balkan peninsula unchanged, and the balance of power in Europe unimpaired."

A correspondent, of the *Hindoo Patriot* who has taken a lively interest in the Fenua trials, makes, on behalf of the Chittagong public, the following acknowledgements to the gentlemen, who from motives of public spirit contributed towards the defrayal of the costs :—

Whatever may have been the scandalous and abortive result of these unfortunate cases the public ought to feel grateful to the numerous subscribers who paid freely for bringing them to this end and thanks are specially due to Messrs. Fuller and Campbell and Baboo Nitynanda Ray of Chittagong and Maharaja Jotindro Mohan Tagore of Colcutta, and the Indian League for their disinterested and public-spirited contribution.

PRESIDENCY MAGISTRATE'S ACT.

(*The Bengalee.*)

The petitions of local associations against the Bill have not counted for much, but this circumstance should not silence the Memorialists who ought to go up to the Secretary of State and move His Grace to veto the most obnoxious provisions of the Bill.

(*The Indian Christian Herald*)

After all, the Presidency Magistrates' Bill has been passed into law, and Indian public opinion has been riden roughshod over for the thousandth time. It is amusing to notice that the Hon'ble Mr. Hope, the father of the Bill, in attempting to justity his obnoxious offspring, was driven to divesm himself of the Englishman, for the nonce, and to make at onslaught against the system of trial by jury with a recklessness that called forth a protest from the Hon'ble Sir A. Hobhouse, who could not afford to stand the libel on the English constitution. The weakness of the Hon'ble Mr. Hope's position finds a scathing exposure in the fact that he could not venture to show it off without showing up the system of trial by jury. We do hope that the people will not swallow this bitter legislative pill without a monster protest.

(*The Hindu Patriot*)

" We are sorry that notwithstanding the protests of the representatives of the European and native communities in the Council the Bill was passed into law. There is now only one course left to the public. The leaders of the European and native communities in the Presidency capitals ought to combine and make an united appeal to the Secretary of State for the vetoing of the Bill. If there is any spark of public spirit left in them, they ought not to lose a moment in organizing such a movement."

(*The Englishman.*)

After several years of discussion, references to local Governments, reports from Select Committees and Police Magistrates, memorials and petitions without end, the Bill to extend certain parts of the Code of Criminal Procedure to the Courts of Police Magistrates in the Presidency Towns has become law. We have often alluded to the important alterations in the existing law, especially as regards Europeans, which have been effected by this new Act. One of the most cherished birthrights of an Englishman, trial by a jury of his peers, will be most seriously curtailed by the clause giving a Magistrate sitting alone extended jurisdiction in many cases which were hitherto triable only in the High Court. To a Court of Magistrates still more extensive powers are given, whilst the rights of appeal are limited. If we could ensure our Police Magistrates being men of experience and sound judgement, there might not be so much objection to a limited extension of their powers ; but in Calcutta we often see young Barristers and Civilians with little or no experience of criminal law occupying the bench, and the public can feel but little confidence that their decisions, which are to be final in so many cases, will be correct.

We publish below the important telegrams of the week :—

Constantinople, March 6.

The Porte objects to the demands made by Montenegro in arranging the terms of peace, which comprise certain cessions of territory and a sea-port.

St. Petersburg, March 6.

An Imperial ukase has been issued ordering the organisation of nine Army Corps.

London, March 7.

According to information from St. Petersburg Russia still maintains an expectant attitude pending the replies from the Powers to Prince Gortschakoff's circular.

London, March 7.

Reuter's Office announces from Constantinople that the Porte maintains the firm attitude adopted at the Conferrence, and accepts war with Russia in preference to having the present state of suspense prolonged. On the other hand, information from the same source states that Russia rejects the suggestion to allow Turkey years of grace in which to carry out her promissed reforms.

St. Petersburg, March 8.

Prince Gortschakoff has instructed the Russian Envoys to declare that Russia will withdraw from the treaty of 1856 unless the Powers co-operate to obtain acceptance of the original programme presented at the Conference.

London, March 12.

" Count Schouvaloff has returned to London from Paris after having a special interview with General Ignatieff, and brings fresh proposals for the collect action of the Powers in obtaining the acceptance by the Porte of the original programme presented at the Conference.

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2 Ana[illegible] Chatterjee's L[illegible]e, Bagbazar, Calcutta.*

হইবে, সুতরাং ফরাসী জাত ও মার্কিন জাতি এখন যে বেগে উন্নতি করিতেছেন ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণবেগে উন্নতি করিবেন। ক্ষ্রিন সাহেব চুয়াডাঙ্গা মেলার সৃষ্টি করিয়া এইরূপ উপকারের সূচনা করিতেছেন। শান্তিপুর প্রভৃতি প্রধান স্থানের শ্রীবৃদ্ধি এই রূপ মেলা হইতে। শান্তিপুর রাস না থাকিলে হয় ত সেখানে এত ধনসম্পত্তি ও লোকের বসতি হইত না। চুয়াডাঙ্গায় মেলার দ্বারা আর একটী উপকার হইতেছে। ইহাতে সকল শ্রেণীর লোক বৎসরান্তর একত্রিত হইতেছেন। চুয়াডাঙ্গা একটী নীলকরের আকরস্থান। এখানে প্রজা ও নীলকরে চিরকাল বিসম বিবাদ, কিন্তু এই মেলা দ্বারা সে সমুদয় বিবাদ দূর হইতেছে। সকল অবস্থা ও সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সহানুভূতি স্থাপিত হইতেছে। ক্ষ্রিন সাহেবকে সকলে বাটীর কর্ত্তার ন্যায় জ্ঞান করে এবং চুয়াডাঙ্গা তাঁহার স্বদেশ এবং চুয়াডাঙ্গাবাসীরা তাঁহার সপরিবার বলিয়া তাঁহার ক্রমে বিশ্বাস হইতেছে।

মান্দ্রাস ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে দুর্ভিক্ষের একশেষ হইয়াছে, আরও যে কি হইবে তাহা বলা যায় না। বোম্বায়ের অবস্থা মান্দ্রাসের ন্যায় দিন ২ মন্দ হইয়া উঠিতেছে। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকে পালে ২ বোম্বাই নগরে প্রবেশ করিতেছে; কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষার কর্ম্মচারী এই জনতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন যে এত লোকের সমাগম হইলে ওলাউঠা ও বসন্ত উপস্থিত হইবে। বাঙ্গালোর একজামিনারে এক জন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে, কিছু দিন গত হইল মাদ্রাসে একটি স্ত্রী লোক তাহার অর্দ্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত স্বামীকে এক কালীন অন্ন হইতে বঞ্চিত করে; কিন্তু পুলিশ তাহা জানিতে পারিয়া অন্নশালা হইতে প্রত্যহ তাহাকে ভাত দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। দুর্ভিক্ষের মূর্ত্তি এত ভীষণ হইয়াছে যে মাদ্রাসের নিকটস্থ ময়দানে ও রাস্তায় মৃত দেহ পড়িয়া থাকে। ঐ সকল শব প্রায়ই বালকের। এ কথা শুনিলে হৃদয় অবসন্ন ও আতঙ্কিত হয়। বিধাতা এ দেশের অদৃষ্টে আরও যে কি লিখিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে?

ইতি পূর্ব্বে ষ্টেটসম্যানের বিশেষ সংবাদদাতা লিখেন যে, অন্নকষ্টে লোকে মাটে ঘাটে মরিতেছে এবং শৃগাল কুকুরে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। আমরা ভাবিয়া ছিলাম যে উহাতে অত্যুক্তি আছে। কিন্তু গত কল্যকার ইংলিশম্যান পাঠ করিয়া আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। ইংলিশম্যানের বৈদ্যুতিক স্তম্ভে এই লোমহর্ষণ সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছেঃ—"মান্দ্রাজ ১৩ই মার্চ্চ। কমিসনার সাহেব রিপোর্ট করিয়াছেন যে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ১৫ দিনে নন্দিদুর্গ বিভাগে ৩৫০০ লোক ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সার রিচার্ড টেম্পল আজও মান্দ্রাজে আছেন। অদ্য তিনি পেরামবোর নামক স্থানে আসিয়াছিলেন। তাহার সম্মুখে একব্যক্তি অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। টেম্পল সাহেবের ইহা দেখিয়া আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আর কিছু দূর গমন করিলে একটি বালকের মৃতদেহ টেম্পল সাহেবের চক্ষে পতিত হয়। এই বালকটিও অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।" এবারকার দুর্ভিক্ষ লইয়া গবর্ণমেণ্ট যে ঘোর কলঙ্ক অর্জ্জন করিলেন তাহা আর কখনই ধৌত হইবে না।

মৃত ডাইরেক্টর উড্রো সাহেব এ দেশের প্রকৃত এক জন হিতাকাঙ্খী ছিলেন। তিনি যদি জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা শিক্ষা বিভাগের যে আরও কত উন্নতি হইত তাহা বলা যায় না। এই মহাত্মার স্মরণার্থ একটি চিহ্ন স্থাপিত হইতেছে। এদেশীয় সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি মাত্রের ইহার সাহায্যার্থে কিছু কিছু চাঁদা দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, বরিসালের অন্তঃর্গত ছাটুরিয়া নিবাসী মৌলবী গোলাম আলি চৌধুরী এই নিমিত্ত এক শত টাকা দান করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি অন্য ান্য মহাত্মাগণও তাঁহাদের সাধ্যানুসারে দান [illegible]রিবেন যা

"রায় ব্রাদার্স" নামক কয়েকটি যুবক একত্রিত হইয়া অতি অপূর্ব্ব কালি প্রস্তুত করিতেছেন। আমাদিগকে ইহারা ইহাদের কৃত লাল, কাল, নীল প্রভৃতি কয়েক বোতল কালি উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন। আমরা উহা ব্যবহার করিয়া দেখিলাম যে, ইংরাজি কালি অপেক্ষা উহা কোন অংশে ন্যূন নহে তবে লাল কালিটি আর একটু ভাল হওয়া চাই।

বিজ্ঞাপন।

ফলিত জ্যোতিষ।

বৃহজ্জাতকাদি মতে কোষ্ঠী প্রস্তুত করা এবং স্বরোদয়, পঞ্চ পক্ষী. দৈবজ্ঞ বল্লভা, কেরলী ষষ্টি দাসাদি মতে প্রশ্ন গণনা, সামুদ্রিক গ্রন্থ প্রভৃতির মূল ও অনুবাদ ও চক্র এবং দৃষ্টান্তসমেত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে এই পুস্তক গুরূপদেশ ব্যতীত শিক্ষা হইবে। গ্রাহক গণের প্রতি প্রতিখণ্ডে ডাকমাশুলব্যতীত ।/০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কলিকাতা যোড়াসাঁকো শিব কৃষ্ণদার, গলি ৭নম্বর বাটিতে আমার নিকট মূল্য সমেত পত্র পাঠাইলে পাইবেন ইতি।

শ্রী রসিক মোহন চট্টপাধ্যায়।

NOTICE

INDIAN ASSOCIATION FOR THE CULIVATION OF SCIENCE.

Lecture by the Very Rev. Father Lafont S. J. on *Thurs. day 15th March* next at $7\frac{1}{2}$ P. M., Subject; Reflection of Light on curved subjects.

Rules of Admission to Lectures of the Association

Admitted invariably by Ticket.

Donors admitted free to all Lectures· Subscribers prepaying for the year or the mouth admitted free to all the lectures of the year or the month respectively.

Admission Fee for non-subscribers—*Annas* 8 for a single Lecture: Or Rs. 3 in advance for 10 consecutive Lectures.

Tickets to be had of the clerk at the office of the Association between $10\frac{1}{2}$ A. M., and $4\frac{1}{4}$ P. M. (Sundays excepted), and on the day of Lecture up to the time of Lecture.

MAHENDRA LAL SIRCAR.
Honorary Secretary.

সংবাদ।

—ইংলিশম্যান শুনিয়াছেন যে হুগলির জজ প্রিন্সেফ সাহেব হাইকোর্টের জজ হইবেন। যদি লর্ডমেওর মৃত্যু না হইত তাহা হইলে তিনি এতদিন হাইকোর্টের জজের পদে নিযুক্ত হইতেন।

—প্রান্তবাসী আফ্রিদীসগণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া প্রতিভূ দিয়াছে। ইংরাজদিগের বাণিজ্য জন্য কোহাতপাশ অর্থাৎ পার্ব্বতীয় পথ শীঘ্র খোলা হইবে। কাবুলের দূত স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। ইংরাজদিগের এজেণ্ট আতা মহাম্মদ পেশোয়ার পরিত্যাগ করিয়াছেন।

—কমিশনারগণ রিপোর্ট করিয়াছেন যে মহীশূরের নন্দী দুর্গ বিভাগে গত ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় পক্ষে প্রায় ৩৫০০ লোক ওলাউঠায় মরিয়াছে। উক্ত বিভাগের জন সংখ্যা ২৮০০,০০০। পেরাম্বর গ্রামে এক জন মনুষ্য ও একটী বালক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সার রিচার্ড টেম্পল ঐ সকল স্থান দেখিয়া বেড়াইতেছেন।

—১৫ই মার্চ্চ হইতে বালিকাদিগের জন্য বেথুন স্কুলের শাখা স্বরূপ আর একটী স্কুল স্থাপিত হইবে।

—আমরা শুনিয়াছি যে প্রসিদ্ধ ডাকাইত বিশ্বনাথ বাবু যখন যাহার বাটি ডাকাইতি করিত তাহার পূর্ব্বে তাহাকে সম্বাদ দিত। এই সম্বাদ পাইয়া যিনি বিশ্বনাথকে যথোচিত অর্থ দিতে পারিতেন তাহার বাটি সে লুণ্ঠন করিত না। ইউরোপেও আজ কাল ডাকাইতে এইরূপ সাহস প্রদর্শন করিতেছে। সিসিলিতে ভারি ডাকাইতির ভয় হয়, এবং এই ডাকাইতির উপদ্রব নিবারণ করিবার নিমিত্ত সেখানে কয়েক জন প্রধান রাজপুরুষ সৈন্যসামন্ত লইয়া সম্প্রতি উপস্থিত হন এবং ডাকাইতদিগের সর্দ্দার এই সমুদয় রাজপুরুষদিগের বাটী উপস্থিত হইয়া আপনার নামের কার্ড রাখিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে লিখিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের আগমনে সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছে স্বাধীন রাজ্যে বীর ভাব যে আকারেই প্রকাশিত হউক, লোকে ও কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহা প্রকাশ্যে না হউক মনেমনে আদর করেন।

—হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল আলেন সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। আলেন সাহেবের মৃত্যুতে বোধ হয় অনেকেই দুঃখিত হইবেন কারণ ইহার ন্যায় দাতা ও সামাজিক লোক হাইকোর্টে অতি অল্প আছেন। ইনি পূর্ব্বে এটর্নি ছিলেন, তাহার পর ১৮১৫ খৃ অব্দে হাইকোর্টে গমন করেন।

—এদেশের মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্রের গঠন প্রণালী সংশোধন করিবার জন্য সময়ে সময়ে অনেক চেষ্টা হইয়াছে; তাহাতে অর্থ ব্যয়ও হইয়াছে কিন্তু উন্নতি বড় অধিক দেখা যায় না। বোম্বাইর উদ্যমশীল দনজী ভাই করসতজী রত্নগর কোম্পানি এত কাল যাহা দুরূহ বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল, তাহাতে বোধ হয় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাহারা সৈগোমে যে সকল জিনিশ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা গত শনিবারে কতকগুলি দেশীয় ও ইংরেজ ভদ্র লোককে দেখান হইয়াছিল। ফুলদান, জগ, জার, পেয়ালা, স্তম্ভ, প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি অনেকানেক পাত্র প্রদর্শিত হয় এবং দর্শকগণ সে সমস্ত দেখিয় মোহিত হন ও প্রশংসা করেন। উক্ত সমস্ত জিনিশ এ দেশীয়দিগের দ্বারা প্রস্তুত, শিল্পীগণ প্রায়ই কচ্ছ নিবাসী। ভারতবর্ষের মধ্যে সিন্ধুবাসীরা মাটির কাজে বড় দক্ষ, তজ্জন্য তথা হইতে জন কএক কুম্ভকার আনিতে একজন ভদ্রলোক অনুরোধ করিয়াছিলেন। উক্ত কোম্পানির এক জন অংশী মেঃ কেরোজসা, যিনি মৃত্তিকা পাত্র নির্ম্মাণ প্রণালী ইংলণ্ড, ফ্রান্স, চীন, ও আমেরিকা হইতে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি স্বয়ং ঐ কার্য্যের তত্বাবধান করেন। তিনি গত ৩ বৎসর হইতে বিস্তর শ্রম ও অর্থ ব্যয়ে এই ব্যবসায়টা আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভব দেখা যাইতেছে।

—তুর্ক সাম্রাজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মিধাত পাশার নাম গাঁথা রহিয়াছে। ইনি এক জন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ। ইঁহার রাজনীতি কৌশলের নিকট ইউরোপের সকল রাজনৈতিকগণ পরাভব স্বীকার করেন। মিধাতপাশা বৌমিলা নামক একটী ক্ষুদ্র নগরের এক জন সামান্য কাজীর পুত্র। বড় লোকের সহায়তায় কি কাহার অনুগ্রহে ইঁহার উন্নতি হয় নাই, ইনি স্বীয় বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রভাবে সামান্য কাজীর পুত্র হইতে তুর্কি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীত্ব পদে আরোহণ করেন। মিধাত পাশা প্রথমতঃ রাজকার্য্যের একটী সামান্য বিভাগে প্রবেশ করেন, কিন্তু এক জন পাশা কে এক জন একেণ্টি তাহা ব্যতীত যে কার্য্য করিতে অক্ষম তাহা তিনি স্বয়ং করিতে পারিতেন ও করিতে চেষ্টা করিতেন বলিয়া তাঁহার এতাধিক পদোন্নতি ও গৌরব হইয়াছিল। মিধাত ইউরোপের তুরস্কদেশীয়; ড্যানিউব নদীর তীরস্থ দেশে তাঁহার জন্ম; সুতরাং রুশিয়গণ উক্ত নদীর তীরস্থ মনোহর দেশ সকল তুর্কি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার জন্য যে সকল প্রস্তাব করিতেন তাহা তিনি অতীব ঘৃণার সহিত গ্রহণ করিতেন। ড্যানিউবের তীরস্থ সিলিষ্ট্রিয়া প্রদেশে তিনি প্রথমে যে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন তাহাই তাঁহার প্রথম উন্নতির সোপান। আবার সেই ড্যানিউবের তীরে তুলাবিলায়েৎ প্রদেশে তিনি প্রথমতঃ বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসনের ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মনুষ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব রাখিবার স্বীয় ক্ষমতার পরীক্ষা করেন। তিনি একটী ড্যানিউব ন্যাবিগেশন কোম্পানি স্থাপন ও সেবিং ব্যাঙ্ক, রাস্তা, রেল রোড প্রভৃতি অনেকানেক [illegible] হিতকর কার্য্য করেন। মিধাতপাশার [illegible] তুর্কি এক জন [illegible] উদ্যমশীল, দেশহিতৈষী ও দূরদর্শী রাজনৈতিক [illegible] হারাইয়াছেন।

—আমরা শুনিলাম বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, হুগলীর স্মল কজ কোর্টের জজ, গবর্ণমেণ্ট সার্বিস হইতে অবসৃত হইতেছেন। এক জন সিবিলিয়ান নাকি তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইবেন।

—ত্রিনিদাদে সম্প্রতি ঘোড় দৌড় হয়। এই দৌড়ে যাহারা যোগ দেন তাহাদের মধ্যে অর্জ্জুন, জয়পাল সিংহ, ছাতু এবং বাহাদুর এই কয়েকজন এদেশীয় ছিল। ইংলিশম্যান ইহাদের নাম শুনিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে হিন্দুরা ত্রিনিদাদে গমন করিয়া ইয়োরোপীয় জাতিদের ন্যায় ঘোড় দৌড় প্রভৃতি বীরের ক্রীড়াতে আসক্ত হইতেছে কিন্তু তিনি অনুসন্ধান করিলে জানিবেন যে এদেশের অনেকেই ঘোড় দৌড়ে ঘোড়া দিয় থাকেন। ঢাকার জমিদার বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায়, বাবু মোহিনীমোহন রায় ইহার নিমিত্ত বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছেন। মোহিনী বাবুর এখনও অনেক গুলি ঘোড় দৌড়ের ঘোড়া আছে এবং এখন তিনি অনেক দৌড়ে ঘোড়া প্রেরণ করিয়া থাকেন।

—আমেরিকাতে ঘরোয়া বিবাদ যে বৎসর উপস্থিত হয় সেই বৎসর অবধি ভারতবর্ষের তুলার চাষের শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ। বোম্বাই বন্দর হইতে ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য দেশে তুলার রপ্তানি হয়। ব্যবসায়ীরা অনেক সময় তুলা আমদানি করিবার নিমিত্ত তুলার মধ্যে খাদ মিশাইয়া দেয়। গবর্ণমেণ্ট ইহ নিবারণ করার যত্ন করেন এবং নিয়ম করেন যাহারা এবিষয়ে কোন রূপ তঞ্চকতা করিবে অর্থাৎ তুলার মধ্যে গোপনে অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ক্রেতাদিগকে ঠকাইবে তাহাদের অর্থ দণ্ড অথবা ফাটক হইবে। সম্প্রতি বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এই আইনের সংশোধন করিয়া নিয়ম করিয়াছেন যে, যে ব্যবসাদার এই রূপ প্রবঞ্চনা করিবেন গবর্ণমেণ্ট তাহার তুলা বাজেয়াপ্ত করিবেন। এরূপ কঠোর নিয়ম করার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা অন্য দেশে তুলার রপ্তানি করিবেন তাহারা আর কৃত্রিম ভাবে ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন না; অকৃত্রিম ভাবে যদি এই ব্যবসায়টি চালান হয় তাহা হইলে অন্যত্র ভারতবর্ষের তুলার অশেষ আদর হইবে। আমেরিকানেরা এই রূপ শাসন করিয়া সর্ব্বত্র মার্কিন তামাকের এবং অন্যান্য দ্রব্যের এরূপ আদর বৃদ্ধি করিয়াছেন। অনেক সময় পাছে গৌরব নষ্ট হয় এই নিমিত্ত মন্দ তামাক কোন জাহাজে বোঝাই হইলে উহা জলে নিক্ষেপ করিয়া দেন এবং যদিও ইহা দ্বারায় কেহ কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন কিন্তু মার্কিন গবর্ণমেন্ট তাহা লক্ষ করেন নাই। এইরূপ শাসন করাতে আর অপকৃষ্ট তামাক প্রস্তুত করিতে কেহ সাহস করে নাই, সুতরাং আমেরিকার তামাক সর্ব্বত্র অতুল্য হইয়া উঠিয়াছে এবং পরিণামে আমেরিকাবাসীরা ইহার দ্বারা ধনশালী হইয়াছে।

—বকলাণ্ড সাহেব এবং রবিনসন সাহেব বোর্ডে সত্বর গমন করিবেন। ম্যাংমেসল সাহেব প্রেসিডেন্সী বিভাগে কমিশনার পদে নিযুক্ত হইবেন।

—ঢাকার সিবিলসার্জ্জন ডাক্তার জেক্স সাহেব কলিকাতায় চক্ষুরোগের যে হাঁসপাতাল আছে সেই স্থানে আগমন করিতেছেন।

—গনকটন নামক একরূপ দ্রব্য আছে। দ্রাবকে তুলা সিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে ইহা প্রস্তুত হয়। বারুদের ন্যায় ইহা ফুটিয়া উঠে এবং বারুদ অপেক্ষা ইহার অধিক শক্তি। আমেরিকাতে সৈন্যেরা যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে এই তুলা ব্যবহার করিতেছে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ইহার দ্বারা রেলওয়ে প্রভৃতি যেরূপ অনায়াসে উৎপাটন করা যায় এরূপ আর কিছুতেই যায় না। ইউরোপেও আজ কাল কিসে অধিক মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট করা যায় সেই উপায় উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত সকলে উন্মত্ত হইয়াছেন। আমেরিকায় ক্রমে গিয়া এই বাতাস লাগিতেছে।

—ওকটক্স সাগরের দক্ষিণে তার্‌কাই নামক একটি দ্বীপ আছে। ইহা বৎসরের অনেক সময় তুষারাবৃত হইয়া থাকে। এই দ্বীপটি জনশূন্য। তথায় এত শীত এবং আহারীয় দ্রব্যের এরূপ অপ্রতুল যে তথায় লোক অবস্থিতি করিতে পারে না। রুশিয়া হইতে এই দ্বীপে বৎসর দুইবার সংবাদ পাঠান যায়। শীতকালে তথায় জাহাজ যাইতে পারে না। যখন এ সমুদয় স্থান তুষার দ্বারা আবৃত হয় তখন কুক্কুরে এক স্থান হইতে অপর স্থানে চিটি পত্র লইয়া গমন করে, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে দূর কোন সম্বাদ পাঠান যায় না। রুশ গবর্ণমেণ্ট এই দ্বীপটি মনুষ্য দ্বারা বসতি করার যত্ন করেন, কিন্তু তাহাদের যত্ন সফল হয় নাই। সেখানে যাহারা বসতি করিবার অভিপ্রায়ে গমন করিয়াছিল তাহাদের অনেকের নিকট সেখানকার কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। রুশ গবর্ণমেণ্টের এই অনুষ্ঠানটি দেখিলে অনায়াসে আমরা অনুভব করিতে পারি ইউরোপীয়েরা আমাদের অপেক্ষা কত উদ্যোগী। মঙ্গল হইবে এরূপ আশ্বাস পাইলে তাহারা কত দুঃসহনীয় ও দুঃসাহসী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। আমাদের দেশে বাদা বন যেরূপ উর্ব্বরা এরূপ উর্ব্বরা স্থান পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ স্থল। বাদা আবার লোকালয় হইতে এত দূর নয় যে তথায় গমন করিলে মনে বনবাসের আতঙ্ক উদয় হইতে পারে, অবার বাদাবন কলিকাতার অতি নিকট অথচ অর্থ ব্যয়, যত্ন, কি কোন প্রলোভন দ্বারা জমিদারেরা এই বাদায় বসতি করাইতে পারেন না। দেশে অন্নের স্বচ্ছলতা থাকিত, কি অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানে বাণিজ্য ব্যবসার সুবিধা থাকিত তাহা হইলে নয় আমরা বুঝিতে পারিতাম লোক সুখে থাকিতে কেন বাদায় গিয়া কষ্ট ভোগ করিবে, কিন্তু দেশের মধ্যে এরূপ অন্ন কষ্ট যে এরূপ বৎসর নাই যে কোন না কোন স্থানে মন্বান্তর উপস্থিত না হইতেছে।

—ইংরাজেরা কি রূপে বিলিয়ার্ড ক্রীড়া করেন এবং এই ক্রীড়ায় কি আমোদ আছে তাহা আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না, কিন্তু যাহারা জানেন তাহারা বলেন যে আমাদের পাশা কি দাবা খেলাতে ইহা অপেক্ষা অনেক বুদ্ধি কৌশল লাগে এবং পাশা, দাবা অপেক্ষাকৃত অনেক আমোদজনক; কিন্তু রবার্টস নামক এক জন সাহেব বিলিয়ার্ড খেলোয়ার ভারতবর্ষে আসিয়া যেরূপ হুলুস্থুল লাগাইয়াছেন কোন বিখ্যাত দাবা কি পাশা খেলোয়ার উপস্থিত হইলে বোধ হয় এদেশে সেরূপ হুলুস্থুলু পড়িত না। রবার্টস সাহেব যখন কলিকাতায় ছিলেন তখন টাউনহলে তিনি বাজি রাখিয়া বিলিয়ার্ড খেলিতেন এবং গবর্ণর জেনারেল সস্ত্রীক এই খেলা দেখিতে যাইতেন, আবার এ দেশায় স্বাধীন রাজারাও ইহাকে লইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন। রবার্টস সাহেবকে জয়পুরের রাজা নিমন্ত্রণ করিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়াছেন। জয়পুরের রাজা নাকি বিলিয়ার্ড খেলাতে এক জন অতি পারদর্শী।

—এইরূপ রাষ্ট্র যে আমির, রুশিয় দূত প্রথম কাবুলে যেরূপ আদরের সংগ্রহ করেন, তাহার প্রতি এখন আর তদ্রূপ আদর দেখাইতেছেন না। আমির এখন রুশ ও ইংরাজদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। কাহার সঙ্গে যোগ দিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। বোধ হয় ইউরোপীয় সম্ভাবিত যুদ্ধের গতি দেখিয়া তিনি কাহাকে মিত্র বলিয়া বরণ করেন তাহা স্থির করিবেন।

—পাইওনিয়ার শুনিয়াছেন যে আমির এত দিন শুনিয়াছিলেন না যে ইংলিশ গবর্ণমেন্ট আফ্রিডিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন। তিনি এই সম্বাদটী সম্প্রতি শুনিয়াছেন। তিনি এই সম্বাদ শুনিবা মাত্র যুদ্ধের নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন, সুয়টের আখোন্দও এইরূপ যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন।

—সিবিল ও মিলিটরি গেজেট লিখিয়াছেন কাবুলের আমির তাহার মন্ত্রীকে এই তিনটী বিষয় মীমাংসা কারবার নিমিত্ত ইংলিষ গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেনঃ (১) গবর্ণমেন্ট আমিরকে যে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন তাহার অনেক টাকা বাকি পড়িয়াছে সেই টাকা আদায় করা (২) কাবুল প্রান্ত লইয়া ইংরাজদিগের সঙ্গে যে বিবাদ আছে তাহা নিস্পত্তি করা এবং (৩) রুশীয় গবর্ণমেন্ট যে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে সে সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য তাহার পরামর্শ করা।

—পুনার সার্ব্বজনিক সভা দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় কয়েকটী প্রার্থনা করিয়া বোম্বাই গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করেন। বোম্বাই গবর্ণমেন্ট তাহা অগ্রাহ্য করাতে সভা তিন শত টাকা ব্যয় করিয়া ষ্টেট সেক্রটরির নিকট টেলিগ্রাফ যোগে আবেদন করিয়াছেন। যখন মলহর রাওকে লর্ড নর্থব্রুক রাজ্যচ্যুত করেন তখন সভা অসাধারণ দেশানুরাগ দেখান আবার এবার সভা যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, এরূপ উদ্যোগ ও উৎসাহ যদি দেশের অপর রাজনৈতিক সভাগণ কর্ত্তৃক পরিদর্শিত হইত তাহা হইলে দেশের অনেক দুর্গতির মোচন হইত।

—এক জন গণকে গণনা করিয়া দেখেন যে দিল্লী নগরের চতুষ্পার্শ্বে যে সমুদয় পুরাতন ভগ্ন প্রাসাদ আছে তাহার মধ্যে অনেক ধন আছে। গণকের এই গণনা প্রত্যয় করিয়া জন কয়েক এই ভগ্ন প্রাসাদ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহারা একটী কোম্পানি খুলিয়াছেন, ইহার শেয়ার ২০ টাকা করিয়া স্থির হইয়াছে। ভগ্ন প্রাসাদ খনন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে যে ব্যয় লাগিবে তাহা এই কোম্পানি সংগ্রহ করিবেন এবং তৎপর যিনি যত টাকা দিবেন, লব্ধ অর্থের তিনি তত অংশ প্রাপ্ত হইবেন। যাহারা ইংরাজি পড়িয়াছেন তাহারাই বোধ হয় জানেন এক জন পিতা, দ্রাক্ষা ক্ষেত্রে অর্থ নিহিত আছে, পুত্রদিগকে এই উপদেশ দিয়া প্রকারান্তরে তাহাদিগকে কিরূপে ধনশালী করেন; যাহারা দিল্লীর নিহিত অর্থ প্রাপ্তাশায় এই রূপ কোম্পানি খুলিয়াছেন তাহারা যদি অনর্থক ভগ্নপ্রাসাদ অনুসন্ধান না করিয়া সংগৃহীত অর্থ দ্বারা কোন লভ্যজনক ব্যবসা আরম্ভ করেন তাহা হইলে গণকদিগের গণনাও সত্য হইবে এবং তাহারাও ধনশালী হইবেন। প্রস্তাবিত কোম্পানির নিমিত্ত অনুষ্ঠাতারা ২হাজার শেয়ার খুলিতেছেন, প্রত্যেক শেয়ারের মুল্য যদি ২০ টাকা হয় তাহা হইলে এই উপায়ে তাঁহারা ৪০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং ৪০ হাজার দ্বারা অনায়াসে একটী ভাল ব্যবসা আরম্ভ করা যাইতে পারে।

—আমরা গত বারে বাঁশের ফুলের কথা প্রকাশ করি। এ কেবল এবার এই রূপ ফুল হয় নাই, এদেশের অনেক দুর্ভিক্ষের সময় বাঁশ এই রূপ পুষ্পিত হইয়া অন্ন প্রপীড়িত সহস্র ২ লোককে অনশন হইতে রক্ষা করিয়াছে। ইংলিশম্যান বলেন লোকের বিশ্বাস যে ৫০ বৎসর অন্তর বাঁশে ফুল হয় কিন্তু এটি সত্য নহে। তিনি অনুভব করেন যে মন্বান্তরের সঙ্গে এই পুষ্পের কোন রূপ অলক্ষিত সম্বন্ধ আছে। বুচিনন সাহেব মান্দ্রাজ, কানারা, মালাবর যখন ভ্রমণ করেন তখন তিনি এই রূপ বাঁশের ফুল দর্শন করেন, তিনি অনুসন্ধান করিয়া অবগত হন যে, যে সমুদয় বাঁশের ফুল হইয়াছে সে সমুদয় ১৫ বৎসরের অধিক হইবে না এবং তিনি আর একটী অনুসন্ধান করেন। যে সমুদয় বাঁশ গাছে ফুল হয় তাহা জীবিত থাকে না। রহিলখণ্ডে রামপুর নামক একটী নগর আছে। ইহার চতুষ্পার্শ্বে বাঁশের গাছ আছে। ১৮২৪ খৃঃ অব্দে এই বাঁশে ফুল ফোটে। ডাক্তার উয়ালি এই বাঁশের ফুলের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে লক্ষ ২ গাছে ফুল হয় ও ফুল হইয়া সমুদয় গুলি মরিয়া যায়। সারউইলিয়ম সিমান লিখিয়াছেন যে ১৮৩৬ অব্দে ডিগারা উপত্যকাতে সমুদয় বাঁশের গাছে ফুল হইয়া সমুদয় মরিয়া যায়। এই সময়ে জানপুরেও বাঁশের ফুল হয়, এবং ১৮৪২ খৃঃ অব্দে মধ্যভারতবর্ষে বাঁশের ফুল হয়। ১৮১২ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যায় মন্বান্তর হয় এবং সেই বৎসর সেখানে বাঁশে এই রূপ ফুল ফুটে এবং ইহাতে অনেক লোকেয় অন্নকষ্ট দূর হয়। চিন দেশে এই রূপ সংস্কার আছে যে, যে বৎসর সেখানে বাঁশের ফুল হয় সে বৎসর দেশের ভারি মঙ্গল হয়। বাঁশে যখন ফুল ফুটিতে আরম্ভ করে তখন কেবল পরিপক্ক বৃক্ষে ফুটে না, ছোট বড় সকল গাছেই ফুল ফুটে।

—মরিচা দ্বীপে সম্প্রতি ভারি বৃষ্টি হইয়া ইক্ষুদণ্ডের বিস্তর অনিষ্ট করিয়াছে। এবৎসর এদেশে গুড়ের ও চিনির দর মন্দ নহে আবার মরিচীতে যদি প্রকৃত ইক্ষু আবাদে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা হইলে এবৎসর শীত কালে বৃষ্টি হওয়াতে খেজুর গুড়ের যে অনিষ্ট হয় তাহার পূরণ হইতে পারে।

—যে সমুদয় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর গমন করিলে পাথেয় প্রাপ্ত হন তাহারা টোল দেওয়া হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না। পূর্ব্বে ইহাদের টোল দিতে হইত না, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের পক্ষে নিজ হইতে টোল দিতেন।

—লোহিত সাগরের কোন ২ বন্দরে এখনও গোপনে দাস ব্যবসায় প্রচলিত আছে; অন্ততঃ অনেকে এই রূপ সন্দেহ করেন। এই সন্দেহ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত মিশোর দেশীয় রাজ পুরুষেরা তথায় এক খানি রণ তরি পাঠাইয়াছেন। ইহা দ্বারা সমুদয় বন্দোরের অনুসন্ধান করা হইবে।

—অর্ণবপোত এখন তাম্র দ্বারা আবৃত করা হয়। তাম্র দ্বারা আবৃত না করিলে জাহাজে শৈবাল প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া এবং শম্বুক প্রভৃতি ইহার গাত্রে লাগিয়া জাহাজ নষ্ট হইয়া যায়। সম্প্রতি এক[illegible] দেখিয়াছেন যে ধাতুপত্র দ্বারা না আবৃ[illegible] কাগজের দ্বারা জাহাজ আবৃত করা যায়[illegible] ইহাতে শৈবালও জন্মাইতে পারিবে না, শম্বু[illegible] পারিবে না।

—গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, যদি কোন রাজ কর্ম্মচারী প্রিবিলেজ বিদায় পান এবং শনিবারের অপরাহ্ন হইতে সে ছুটি আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সোমবার হইতে ছুটি আরম্ভ হইবে না, রবিবার হইতে উহা আরম্ভ হইবে।

—সাউদমটন হইতে ১লা জানুয়ারি হইতে ৯ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি স্থানে ১৪৩১২১৩০ টাকার রৌপ্যের আমদানি হইয়াছে। ইহার ১৩৪১২১৫০ টাকার রৌপ্য ভারতবর্ষে ও১১৯২২৫০০ টাকার চীনদেশে প্রেরিত হয়।

—গয়া পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত হওয়ার নিমিত্ত আবার যত্ন হইতেছে। ২২ লক্ষ টাকা চাঁদা দ্বারা সংগ্রহ হইলে গয়া পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত হইতে পারে। এই টাকাটী সংগ্রহের নিমিত্ত গয়ার চতুষ্পার্শ্বস্থ লোক অতিশয় যত্ন করিতেছে। গয়া হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান ভিন্ন গয়া একটি প্রধান জেলা। সেখানে বাণিজ্য ব্যবসার উপযোগী বিস্তর দ্রব্যাদি আছে, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট নিজে এই রেলওয়েটি করুন অথবা অন্য কেহ ইহা প্রস্তুত করুন, ইহাতে লভ্য ভিন্ন কোন রূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

—

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রী—কমিল্লা, লিখিয়াছেন যে কমিল্লায় "ত্রিপুরা ইনষ্টিটিউসন" নামক নূতন স্কুলের হেড মাষ্টার না থাকায় স্কুলটী ভাল রূপ চলিতেছে না ও তজ্জন্য হেড মাষ্টার নিযুক্ত করিতে মেম্বরগণকে অনুরোধ করিয়াছেন। আরও লিখিয়াছেন যে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টারের বিরুদ্ধে ভারতমিহিরের সংবাদদাতা প্রায় প্রতি সপ্তাহে কতক গুলি আরোপিত মিথ্যা কথা লিখিয়া থাকেন।

শ্রীবালিয়াঘাট,—কলিকাতার টোল কালেক্টরের সুখ্যাতি করিয়া এক খানি পত্র লিখিয়াছেন ও তাহা ইংরাজিতে তরজমা করিয়া প্রকাশ করিতে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন।

শ্রীশ্যামাপদ ঘোষ, সিতি উত্তরপাড়া—বহু যত্নে "জ্ঞান প্রভাকর" নামক একটী লাইব্রারি উক্ত গ্রামে স্থাপন করিয়াছেন। কয়েক ব্যক্তি প্রতিপক্ষতা করিয়া তাঁহাদিগের চেষ্টা বিফল করিতে উদ্যোগী ছিলেন, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। প্রতিপক্ষ উপস্থিত না হইলে কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মুন্সী, চিকরগু—লিখিয়াছেন যে যে জনাই হইতে পূর্ব্বাভিমুখে যে রাস্তা কোন্নগর ষ্টেসন ভেদ করিয়া কোননগর ঘাটে মিলিত হইয়াছে উক্ত রাস্তা বৎসর ২ এক মাইল করিয়া পাকা করিয়া দিতে কমিশনার সাহেব অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন ও তদনুসারে এক মাইল পাকা হইয়া ছিল। তাহার পর ৭বৎসর অতীত হইল, কিন্তু রাস্তাটী আর পাকা হইল না। বর্ষাকালে উক্ত পথে মনুষ্য, গো, অশ্ব, গাড়ী প্রভৃতির গমনাগমনের ভয়ানক কষ্ট হয়। পত্র প্রেরক বর্দ্ধমানের কমিশনার ও এক্জিকিউটীভ এঞ্জিনিয়ারের নিকট এই প্রার্থনা করেন যে তাঁহারা উক্ত রাস্তাটীর প্রতি মনোযোগ করেন।

শ্যাম লাল সেন গুপ্ত, সম্পাদক—তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বালিকাবিদ্যালয় ১৬ই কার্ত্তিকের ঝড়ে পতিত হওয়ায় যাঁহারা তাহার মেরামত জন্য সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীঘনশ্যাম রায় চৌধুরী, লাখুরিয়া—লিখিয়াছেন যে, লাখুরিয়া, চাপরা প্রভৃতি গ্রামে ব্যাঘ্রের অত্যন্ত উৎ[illegible] হইয়াছে, গোরু, ছাগল নষ্ট ও কয়েক জন মৃ[illegible] হইয়াছে। পত্র প্রেরক নদীয়ার কর্ত্তৃপক্ষীয়[illegible] প্রার্থনা করিয়াছেন।

বানিয়ার প্র[illegible] সিংহের প্র[illegible] দকে রাম[illegible] নসি[illegible]

[illegible], বরিশাল—লিখিয়াছেন যে কানখী বন্দরে রাম[illegible] পোদ্দার নামক এক মহাজনের ঘরে ডাকাইতি হয়, ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্ট হেরিস সাহেব উক্ত ডাকাইতি তদারক করিতে যান, তৎপরে দুই জন সব ইনেস্পেক্টরের উপর তদারকের ভার দিয়া স্বয়ং ফিরিয়া আসেন। সব ইনেস্পেক্টরগণ তদন্ত করিয়া ডাকাইতের কোন অনুসন্ধান পাইলেন না, কিন্তু কয়েক জন বদমাইসের ঘরে সন্দেহযুক্ত মাল ও অস্ত্র প্রাপ্ত হন। পরে এক জন পুলিশ ইনেস্পেক্টর স্বয়ং ডাকাইতি তদন্তের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন প্রকাশ করিয়া সবইনেস্পেক্টরদিগের নিকট হইতে তদন্তের কাগজ পত্র লইয়া নিজে তদন্ত করিতে প্রবৃত্ত হন ও উক্ত বদমাইসদিগের মধ্যে দুই জন ডাকাইতি করা স্বীকার করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে চালান দেন। তৎপরে আর ৮। ৯ জন আসামী ধৃত হয়। মোকর্দ্দমা সেসনে অর্পিত হইবার পর এক জন হেড কনেষ্টেবল প্রকৃত আসামীদিগকে বমাল গ্রেপ্তার করিয়া পাঠাইয়াছেন।

শ্রীঃ চট্টগ্রাম—আমরা প্রায় পদ্য প্রকাশ করি না।

শ্রীসতীপ্রসাদ সেন, সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের সম্পাদক—শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী উক্ত পুস্তকালয়ে এক কালীন ২০ টাকা দান করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রী—চকদিঘী, আপনি নাম অপ্রকাশ রাখিয়াছেন সুতরাং আপনার পত্রও আমরা অপ্রকাশ রাখিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রী—পাংসা লিখিয়াছেন যে তত্রত্য দলীল রেজিষ্ট্রারের কাছারিতে মোক্তারের যোগব্যতীত দলিল দাখিল করার নিয়ম না থাকায় লোকের নিতান্ত কষ্ট ও অর্থ ব্যয় হয়। মোক্তারগণ প্রতি দলীলের বাবত চারি আনা না পাইলে দলীল দাখিল করিতে দেয় না। আমরা ভরসা করি সব রেজিষ্ট্রার এই অসুবিধাটী যাহাতে দূর হয় তাহার চেষ্টা করিবেন।

প্রেরিত

হাবড়ার অলীক ঘটনা।

গত ৯ই ফাল্গুণ সোমবারে আমরা তিন সহোদর মোং হাবড়ার রেজেষ্টরি আফিসে জমিদারী সম্বন্ধীয় কোন কাগজ রেজষ্টরি করণার্থ গমন করিয়াছিলাম। রেজেষ্টরি করণের দলিল রেজিষ্ট্রার বাবুর হস্তে অর্পণ করায় তিনি উহা পাঠ করিয়া আমাদিগের নাম জিজ্ঞাসা করায় আমরা কহিলাম আমি জ্যেষ্ঠ, আমার নাম শ্রীরাধাকিশোর বসু, মধ্যমের নাম শ্রীনবীনকৃষ্ণ বসু ও কনিষ্ঠের নাম শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বসু, সর্ব্ব নিবাস মোং ফরাসডাঙ্গা। এই পরিচয় প্রাপ্ত মাত্র রেজিষ্ট্রার আমাদিগকে কহিলেন আপনারা ক্ষণেককাল এই স্থানে উপবেশন করুন আমি জলযোগ করিয়া আসি। এই কথা কহিয়া হাবড়ার জইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকটে যাইয়া কহিলেন ভূতপূর্ব্ব পরমিটের খাতাঞ্জী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বসু বহুতর টাকা পরমিটের তহবিল হইতে আত্মসাৎ করিয়া ৭।৮ বৎসর নিরুদ্দেশ ও পলাতক হইয়াছে, এক্ষণে সেই প্রাণকৃষ্ণ বসু আমার নিকট এক দলিল রেজেষ্টরি করণ জন্য আসিয়াছিল। সম্পাদক মহাশয়, খাতাঞ্জী প্রাণকৃষ্ণ বসু এ ব্যক্তি নহে ইহার কোন তদন্ত না করিয়া জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে উপরোক্ত কথা কহায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি ক্রমে সারজন এক জন সমভিব্যাহারে লইয়া আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতকে খামকা এরেষ্ট করিয়া জইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব নির্দ্দোষী কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধাম পরিচয় লইয়া কহিলেন কষ্টম হউসে তুমি কখন কর্ম্ম করিয়াছিলে? তাহাতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কহিলেন আমি কি আমার কোন পুরুষে কষ্টম হাউসে কখন কর্ম্ম করে নাই ও করি নাই। এই কথা শুনিয়া হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব পরমিটের কালেক্টর সাহেবকে পত্র লিখিয়া কনিষ্ঠ ভায়াকে সারজন সমভিব্যাহারে কষ্টম হাউসে পাঠাইয়া দেন। আমরা তৎ সমভিব্যাহারে কষ্টম হউসে গমন করিলাম। কষ্টম কালেক্টর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দৃষ্টি করিয়া মহা হাস্য করত কহিলেন কোন্ নির্ব্বোধ ব্যক্তি অনুসন্ধান না করিয়া নিরপরাধি এক জন ভদ্র ব্যক্তিকে এখানে পাঠাইয়াছেন। এই বলিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে খালাস দিলেন।

সম্পাদক মহাশয়, এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা যে কষ্ট, লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিলাম ইহার জন্য দায়ী কে? যে মাজিষ্ট্রেট এরূপ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য তাহাকে হাবড়ার ন্যায় একটী প্রধান জেলার ভার অর্পণ করা কি কর্ত্তব্য? আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব কেন অকারণ এক জন সম্ভ্রান্ত লোককে কষ্ট দিলেন ইহার কৈফিয়ৎ লইবেন।

শ্রীরাধাকিশোর বসু
ফরাসডাঙ্গা।

—

সঙ্গীত সংক্রান্ত প্রশ্ন।

সঙ্গীত বিদ্যাবিসারদ রাজ শ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় যন্ত্রকোষ গ্রন্থে ন্যাস তরঙ্গের প্রাচীন নাম উপাঙ্গ বলিয়াছেন এবং তাহা সপ্রমাণ করিবারজন্য নিম্ন লিখিত শ্লোকটী গ্রহণ করিয়াছেন।

"অনৈক দেশমাশ্রিত্য প্রবৃত্তির্যস্য জায়তে।
উপাঙ্গঃ স সমাখ্যাতঃ কবিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

এইশ্লোকদ্বারা আমাদিগের উদ্দেশ্য সফল হইতেছেনা এবং তাহা কোন গ্রন্থে লিখিত আছে তাহাও উল্লিখিত মান্য গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়া লিখেন নাই। যদি এই শ্লোকটী মান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়া থাকে তাহা হইলেও ন্যাস তরঙ্গের সংস্কৃত নাম উপাঙ্গ তাহার প্রমাণ কিরূপে সিদ্ধ হইতেছে। ন্যাস তরঙ্গ ফুৎকার যন্ত্র তাহা মথুরায় এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্যান্য স্থলে একালপর্য্যন্ত প্রচলিত। ঐবংশীযন্ত্র বহুকাল হইতে ন্যাসতরঙ্গ নামে খ্যাত উহা উপাঙ্গ নহে। উপাঙ্গ গোপীযন্ত্রের ন্যায় একটী ঢোলকের মধ্যে তন্ত সহযোগে বাদিত হয়। এই উপাঙ্গ শুষির যন্ত্র নহে উহা গ্রাম্য ততযন্ত্র সুতরাং রাজা শৌরীন্দ্রমোহনঠাকুর মহোদয় ন্যাসতরঙ্গের প্রাচীন নাম উপাঙ্গ কিজন্য বলিয়াছেন তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না এবং তিনি যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছেনা প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থে শুষিরযন্ত্র শ্রেণী মধ্যে ন্যাসতরঙ্গের ন্যায় কোন প্রকার বংশীর উল্লেখনাই এজন্য ন্যাসতরঙ্গ মধ্য কালের যন্ত্র বোধ হইতেছে।

শ্রীঃ—

বিজ্ঞাপন।

" ডাক্তার জি হায়াসা এম ডী

বিখ্যাত ডাক্তার ভন গ্রায়াইফের ছাত্র সকল প্রকার চক্ষু রোগের চিকিৎসক। ৭ নং চৌরিঙ্গি রোডের বাটিতে প্রাতে ৮টা নাগাত ১০টা ও বৈকালে ৩টা নাগাত ৫টা পর্য্যন্ত চিকিৎসার সময়

জুলজিকেল গার্ডেন।

আলিপুর

রাজকীয় প্রাণীবাটিকা উদ্যান

প্রবেশের নিয়ম।

সোমবার.................................৴০
মঙ্গলবার.................................।০
বুধবার............কেবল মেম্বরএবং দাতব্যকারী ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারিবেন।
বৃহস্পতিবার.................................।০
শুক্র বার.................................।০
শনি বার.................................।০
রবি বার.................................॥০

ছিজেন টিকেট অর্থাৎ ১৮৭৭ সনের ৩০ জুন পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন অন্য সকল বারে প্রবেশ করিবার টীকেট।

কেবল টীকেট গ্রহিতা গাড়ী, ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ২৫ টাকা

কেবল টীকেট গ্রহিতা ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেম্বর অর্থাৎ যাঁহারা এক শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার যাহারা এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্য রক্ষিত থাকিবেক।

চান্দাদাতা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও ঠিকা গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা ঘোড়া প্রতি।০ আনা এবং পাল্‌কি প্রতি ॥০ আনা অতিরিক্ত ফিঃ দিতে হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতা ব্যক্তিরা ফি, অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত এবং অপর সাধারণ ব্যক্তিরা মং ১ টাকা ফিঃ দিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্লেসরবোট অর্থাৎ বিলাস তরণীর ভাড়া প্রতি ঘণ্টায় এক টাকা মং ১

ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আহারাদি করিবার গৃহ খোলা হইয়াছে।

মেম্বর এবং ডোনার অর্থাৎ দাতব্যকারী ব্যক্তিরা প্রত্যহ সপরিবারে গাড়ি নিয়া কি অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. Tobin
Hon. Secretary.

দ্বিতীয় ভাগ! দ্বিতীয় ভাগ!! দ্বিতীয় ভাগ!!!

ঐতিহাসিক রহস্য।

শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত।

"এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রচারিত হইল।" বঙ্গদর্শন।

The collected Essays of Ram Dass Sen well deserve a translation into English.

Max Muller

এই পুস্তক কলিকাতা বহুবাজার ২৪৯ নম্বর ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও ৫৫ নম্বর কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরিতে বিক্রয় হইতেছে।

মুল্য ১৲ এক টাকা ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা।

উহার প্রথম ভাগ মুল্য ১ টাকা ডাক মাশুল দুই আনা। উপরিউক্ত স্থানে পাওয়া যায়।

পলাশির যুদ্ধ কাব্য।

দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

ঢাকা ৯নং ভবন পাটুয়াটুলি, কে, সি, বসু এণ্ড কোম্পানির কাব্য প্রকাশ লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে জেলা যশোহরের সদর জেলের নিমিত্ত নিম্ন লিখিত দ্রব্য সকলের ১৮৭৭ সালের ১লা এপ্রেল হইতে ১৮৭৮ সালের ৩১ শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কনট্রাক্ট দেওয়া যাইবে। কনট্রাক্টদারেরা আগামী ২৩শে মার্চ্চ তারিখের মধ্যে জেল শুপরিনণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট স্ব স্ব টেণ্ডার প্রেরণ করিবেন।

ধান্য (আউস অথবা আমনা প্রতি মাসে ৫০০ মন	
শরিশা	১২৫
বিবিধ ডাউল	৬৫
পাট	৫০
এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য	২০

শুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট আবেদন করিলে শেষোক্ত দ্রব্য সকলের সবিশেষ জানিতে পারিবেন। উপরোক্ত দ্রব্য সমস্ত উৎকৃষ্ট রকম না হইলে ফেরত হইবে।

শরিশা শুষ্ক ও তৈল করার উপযোগী হওয়া চাই। কণ্ট্রাক্টদার ইচ্ছা করিলে জেল হইতে তৈল, খৈইল, গণিথলিয়া প্রভৃতি খরিদ করিতে পারিবেন কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের মুল্য তাঁহাকে এক মাসের মধ্যে দিতে হইবে, এবং জেল হইতে তাঁহার প্রাপ্যও এক মাসের মধ্যে পাইবেন। গরুর গাড়ী ও নৌকা শুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে ভাড়া দেওয়ার জন্য কণ্ট্রাক্টদার ইচ্ছ[illegible] এক কি বহু দ্রব্যের টেণ্ডার দিতে পারিবে[illegible] দর অল্প হইলেই টেণ্ডার গ্রাহ্য করিতে [illegible]শুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাধ্য হইবেন না।

Rutty Kant Ghose,
Assistant Surgeon,
for
Jail Superintendeat
Jessore

পরীক্ষিত মহৌষধ।

নিম্ন লিখিত ঔষধ কলিকাতা ঝামাপুকুর ২৮ নং শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ দের নিকট প্রাপ্তব্য।

১। পারদ দোষ সংশোধক অব্যর্থ চূর্ণ। ইহাতে শরীরের পারদজাত বা গরমির পীড়াতে দূষিত রক্ত পারদ ফোটন বা ঘা হওন ইত্যাদি আরোগ্য হয়।

মুল্য ২৵০ আনা।

২। তোপচিনি মসলার অরিষ্ট। ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি, শারিরীক শক্তি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবেক এবং ধাতু পুষ্টি হইবেক। অধিকন্তু, ইহা মেহ, ধাতু পীড়া, উপদংশ রোগ, বাত, পুরাতন কাশী ও হাপানী প্রভৃতি উৎকট পীড়া সমূহের একটি অব্যর্থ মহৌষধ। মুল্য ২।০ টাকা

৩। অম্লপীড়ার মহৌষধ। ইহা বিবিধ অম্ল রোগের ঔষধ যথাঃ—অম্ল উদ্গার ও বমি, পেট জ্বালা বেদনা ও পেট ফাঁপা, অজীর্ণ ইত্যাদি। মুল্য ৸৵০ আনা

৪। বৃহৎ হিমসাগর তৈল। ইহাতে বায়ু পিত্ত রোগ, শিরঃপীড়া, গাত্র জালা ইত্যাদি আরোগ্য হয়। মুল্য ১৵০ আনা

৫। বাতরাজ তৈল। ইহা বিবিধ প্রকার বাত রোগের মহৌষধ। মুল্য ৸৵০ আনা

৬। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। ইহাতে গরল, দাদ পাঁচড়া আরোগ্য হয়। মুল্য ৸৵০ আনা

৭। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের পুঁজ ও বধিরতা আরোগ্য হয়। মুল্য ॥/১০

৮। কেশ কন্দর্প তৈল। ইহাতে অকালে কেশ পক্কতা ও কেশ মুল বলিষ্ঠ হয়। মুল্য ৸/১০ আনা।

৯। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম। ইহাতে গরমির ঘা ও অন্য ঘা আরোগ্য হয়।

মুল্য ॥/১০ আনা

শ্রীরামলাল দত্ত॥

ঘড়ি, সোণার চেইন, ইয়ারিং, বাজাবাকশ, হিরা পান্নারও চুনির অঙ্গুরী প্রভৃতি বিক্রেতা।

নং ১৪৩। ১৪৪ রাধাবাজার।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ক্লক, ওয়াচ ঘড়ি, টাইমপিশ জেমশমেকেবের সোণার রুপার এবং জেমশ মরের এবং অন্যং মেকারের ওয়াচ ক্লক চেইন এবং বাজা বকশ ইংরাজি গহনা ইত্যাদি হোলশেল এবং রিটেল অতি সুলভ মুল্যে বিক্রয় হয় এবং মেরামত হয়।

এখানে ওয়াচ ঘড়ি এবং ক্লক ১০ টাকার মুল্যের অবধি ৫০০ টাকার পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

বঙ্গ দেশের অন্তঃপাতি হাইকোর্ট অব জুডিকেচর নামক প্রধানতম আদালতের অর্ডিনারী অরিজিনাল সিবিল জুরিসডিক্সন অর্থাৎ সাধারণ আদিম দেওয়ানী বিভাগের রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক তাঁহার সেল রুমে অর্থাৎ নীলাম ঘরে আগামী ১৮৭৭ সালের ২৪এ মার্চ্চ তারিখে শনিবারে অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় উক্ত কোর্টের ডিক্রি অনুসারে যে ডিক্রি ১৮৭৬ সালের [illegible] নম্বরীয় মকর্দমায় (যাহাতে রক্ষধন দত্ত এবং লাল গোপাল দত্ত বাদী, এবং ধ্যান সিং ও নরেন্দ্র সিং প্রতিবাদী) প্রদত্ত হয়, উক্ত ডিক্রি অনুসারে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রয় করা হইবে, যথাঃ—

১।———সহর কলকাতার অন্তর্গত মুনসী সদর উদ্দিন লেন নামক গলির ১৬ নম্বর স্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত উপরের কুটুরি সহ যে কোটা বাড়ী আছে উক্ত কোটাবাড়ী এবং উহার লাগাও সমস্ত গৃহ সকল এবং এই সমুদয় যে জমি অংশ কি ভূমি খণ্ডের উপর স্থাপিত তাহাও বিক্রয় হইবে। এষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উক্ত ভূমি খণ্ডের পরিমাণ ফল [illegible] সাড়ে নয় কাটা হইবে, তবে ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও পারে কিছু কম হইলেও পারে। উহার চতুর্দ্দিকের সীমা নিম্নে লিখিত হইতেছে, অর্থাৎ [illegible]নের দিকে কতক অংশে রাম লাল [illegible]জা শুদ্ধ জমি এবং কতক অংশে দেবী [illegible]জা শুদ্ধ জমি আছে, এবং উহার পূর্ব্ব [illegible] লাল বানিয়ার বাটি, এবং উত্তরের দিকে মু[illegible] সদর উদ্দিনের লেন নামক গবর্নমেণ্টর গলি।

২।———সহর কলিকাতার অন্তর্গত মুনসি সদর উদ্দিন লেন নামক গলির ৩১ নম্বর স্থানে প্রজা শুদ্ধ যে জমি অংশ কি ভূমি খণ্ড ও গৃহ সকল আছে তাহা সমুদয় বিক্রয় হইবে। ষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত ভূমি খণ্ডের পরিমান ফল ৬। সোয়া ছয় কাটা, তবে ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও পারে কিছু কম হইলেও পারে। উহার চতুর্দ্দিকের সীমা নিম্নে লিখিত হইতেছে, অর্থাৎ দক্ষিণের দিকে গবর্ণমেণ্ট ড্রেণ আছে, পূর্ব্ব দিকে একটি লেন ও দ্বারিকা নাথ দত্তের বাটি, উত্তরের দিকে একটি মসজিদ ও বোরিমিয়ার বসত বাটি, এবং পশ্চিমের দিকে রাজেন্দ্র লাল মল্লিকের, প্রজা শুদ্ধ জমি।

৩।———সহর কলিকাতার অন্তর্গত মুন্সি সদর উদ্দিন লেন নামক গলির ২৮ নম্বর স্থানে নিচের কুটুরী সহ যে বাড়ী আছে উহার লাগাও গৃহ সকল এবং এই সমুদয় যে জমি অংশ কি ভূমি খণ্ডের উপর স্থাপিত তাহাও বিক্রয় করা হইবে। এষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উক্ত ভূমি খণ্ডের পরিমাণ ফল ৪॥ সাড়ে চারি কাটা, তবে ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও পারে কিছু কম হইলেও পারে। উহার চতুর্দ্দিকের সীমা নিম্নে লিখিত হইল, অর্থাৎ উহার উত্তরের দিকে মুন্সি সদর উদ্দিনের লেন, উহার পশ্চিমের দিকে একটী গলি এবং হিঙ্গুমিয়ার গলি আছে, উহার দক্ষিণের দিকে হিঙ্গুমিয়ার বাটী এবং পূর্ব্ব দিকে রাজেন্দ্র মল্লিকের প্রজা শুদ্ধ জমি।

বিক্রয়ের নিয়ম সকল হাইকোর্ট অরিজিনাল জুরিসডিকসন অর্থাৎ প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার আফিসে কিম্বা বাদীগণের আটর্ণী বাবু শ্যামল ধন দত্তের আফিসে বিক্রয়ের পূর্ব্বে যে কোন দিনে দেখা যাইতে পারে এবং বিক্রয়ের সময়ও উহা সকলে দেখিতে পারেন।

আর বেলচেম্বারস
R. Belchambers,

শ্যামলধন দত্ত।
বাদীগণের আটর্ণী।
কলিকাতা হাইকোর্ট।
অরিজিনাল বিভাগ।
১৮৭৭ সালের ১৯শে ফেবরুয়ারি।

☞এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।